নারীপক্ষ'র বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন

২৬ কার্তিক ১৪২৯- ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/১১ নভেম্বর ২০২২- ২৯ নভেম্বর ২০২৩

নারীপক্ষ

নীলু স্কয়ার (৫ম তলা), বাড়ী-৭৫, সড়ক- ৫/এ, সাতমসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

১। নারীপক্ষ'র নিয়মিত অনুষ্ঠান ৩
(ক) মুক্ত ফোরাম ৩
(খ) আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার ২০২২ .... ৩
(গ) আন্তর্জাতিক নারী দিবস- ৮ মার্চ ২০২৩ .... ৩
২। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উদযাপন-২০২২-২০২৩ .... ৪
৩। নাসরীন হক এর ১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী ৬
৪। বীর মুক্তিযোদ্ধা, ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী স্মরণে "জীবন জীবনের জন্যে" শীর্ষক স্মরণ অনুষ্ঠান ৬
৫। রুবী গজনবী স্মরণ অনুষ্ঠান ৭
৬। শামসুন নেসা স্মরণ অনুষ্ঠান ৮
৭। বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে নির্মিত চারটি প্রামাণ্য চিত্রের এক বিশেষ প্রদর্শনী ৮
৮। বনভোজন ২০২৩ .... ৯
৯। শিক্ষা বৃত্তি ৯
রোকেয়া বুলি শিক্ষা বৃত্তি ৯
করুণা সমাদ্দার শিক্ষা বৃত্তি ৯
নাসরীন হক শিক্ষাবৃত্তি ৯
রোকেয়া বুলি শিক্ষাবৃত্তি ১০
১০। নারীপক্ষ'র বিভিন্ন সভা ও বৈঠক ১০
(ক) মাসিক বৈঠক ১০
(খ) সাপ্তাহিক বৈঠক ১০
(গ) নির্বাহী পরিষদ বৈঠক ১০-১৫
(ঘ) কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির বৈঠক ১৬
(ঙ) ব্যবস্থাপনা বৈঠক ১৬
(চ) কর্মী বৈঠক ১৬
(ছ) ক্রয় বিক্রয় কমিটির বৈঠক ১৬-২১
১১। ১৩ মে, নারীপক্ষ'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২২
১২। 'নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা' ২০২২-২৩.. ২২
১৩। "সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে" শীর্ষক বছর ব্যাপী প্রজন্মান্তরে আলাপচারিতা ২৩
১৪। নারীপক্ষ'র ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তরুণ নারী সম্মেলন "মোরা আকাশের মত বাধাহীন"........ ২৪
১৫। নারীপক্ষ'র ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২৬
১৬। নতুন কর্মসূচী গ্রহণ ২৭
১৭। প্রতিবাদ বিবৃতি ২৭
১৮। অভিনন্দনপত্র ২৮
১৯। শোকবার্তা ও শোক সংবাদ ২৯
২০। সদস্য সংবাদ ৩১
২১। কর্মী সংবাদ ৩১

১। **নারীপক্ষ'র নিয়মিত অনুষ্ঠান:**

(ক) মুক্ত ফোরাম: প্রতিবেদনকালে মুক্ত ফোরাম/বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২ টি যা নিম্নরূপ:

- ২৪ শ্রাবণ ১৪৩০/০৮ আগস্ট ২০২৩ মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬ টায় **'গণমাধ্যম, জনমানস এবং নারীর নির্মিতি'** বিষয়ে একটি মুক্তি ফোরাম অনুষ্ঠিত হয় নারীপক্ষ'র নাসরীন হক সভাকক্ষে এবং আন্তর্জালে (জুম অনলাইন)। এছাড়ও নারীপক্ষ'র ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।
- ২২ ফাল্গুন ১৪২৯/৬ মার্চ ২০২৩, সন্ধ্যা ৬ টায় নারীপক্ষ'র নাসরীন হক সভাকক্ষে "লেখকের বয়ানে একাত্তরের যুদ্ধসন্তান" বিষয়ে একটি বিশেষ আলোচনা সভা করা হয়েছে। আলোচক ছিলেন মুস্তফা চৌধুরী, গবেষক-লেখক, '৭১ এর যুদ্ধশিশু: অবিদিত ইতিহাস এবং সুরমা জাহিদ, লেখক-মানবাধিকার কর্মী, আমরা যুদ্ধশিশু।

(খ) মুক্তিযুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের স্মরণে নারীপক্ষ'র শ্রদ্ধাঞ্জলি 'আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার'- ২০২২:

২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/১১ ডিসেম্বর ২০২২ সন্ধ্যা ৫.২০ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মুক্তিযুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের স্মরণে নারীপক্ষ'র বিশেষ স্মরণ অনুষ্ঠান **'আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার'**। ১৯৮৮ সাল থেকে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে বিজয় দিবসের প্রাক্কালে মুক্তিযুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের স্মরণে বিভিন্ন প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে নারীপক্ষ নিয়মিতভাবে "আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার" অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করে আসছে। এবারের প্রতিপাদ্য **"স্বাধীনতার ৫১ বছর: বীরাঙ্গনার অবহেলা-অপমান এবার হোক অবসান"।**

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মুক্তিযুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের স্মরণ করে মোমবাতি জ্বালিয়ে স্বাধীনতার ৫১ বছরে বীরাঙ্গনাদের যে অবহেলা ও অপমান হয়েছে তার অবসানের দাবী জানানো হয়।

এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে **'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে'** গানের সাথে সাথে মুক্তিযুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের স্মরণে উপস্থিত সকলে একটি করে আলোর শিখা জ্বালিয়ে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন নারীপক্ষ'র সদস্য রেহানা সামদানী। গান পরিবেশন করেন সুরতীর্থ, লাকী, শ্রাবণী ও দিদার। কবিতা আবৃত্তি করেন ভাস্বর বন্দোপাধ্যায় ও শিখা সেন গুপ্তা। স্মৃতিচারণ করেন ডা. হালিদা হানম। তিনি তৎকালীন স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে ৩ নং ধানমন্ডিতে অবস্থিত সেবা সদনে বীরাঙ্গনাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছিলেন। তিনি জানান, ঐ সেবা সদনে ৩৫ জন বীরাঙ্গনাকে যে সেবদানের সুযোগ তিনি পেয়েছেন তা তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঐ সময়ে খুব কাছ থেকে বীরাঙ্গনাদের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রনা অনুভব করতে পেরেছেন। তিনি আরো বলেন, এই বীরাঙ্গনাদের সম্ভ্রমের সাথে তাঁদের বাড়িঘর, পরিবার, নিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও জীবন-সংসার সব হারিয়ে গেছে।

সবশেষে নারীপক্ষ প্রযোজিত ও দীপ্ত টেলিভিশন পরিচালিত বীরাঙ্গনা বিষয়ক তথ্যচিত্র 'বীরাঙ্গনা আখ্যান' প্রদর্শিত হয়। এই চিত্রে ময়মনসিংহের বীরাঙ্গনা জেলেখা খাতুন ও মৌলভীবাজারের বীরাঙ্গনা জয়গুন নাহার-এর জীবন অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়।

(গ) আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩: "সন্তানের উপর মায়ের অভিভাবকত্বের অধিকার"

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ২৬ ফাল্গুন ১৪২৯/১১ মার্চ ২০২৩ শনিবার সকাল ৮:৩০টায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস কমিটির আয়োজনে রমনা পার্কের অরুণোদয় গেইট থেকে পদযাত্রা করা হয়। আমাদের এবারের প্রতিপাদ্য ছিল **"সন্তানের উপর মায়ের অভিভাবকত্বের অধিকার"।** পদযাত্রাটি ব্যানার, বিভিন্ন শ্লোগান সম্মলিত ফেষ্টুন (জন্ম দিলাম স্তন্য দিলাম তবুও সোনা আমার নয় এ কেমন আইন দেশের এ আইনতো মানার নয়, সন্তানের অভিভাবকত্বে সমান হবো অধিকারে, এই দাবি সফল হোক সন্তানের অভিভাবক মা হোক, ইত্যাদি) ও শ্লোগানসহ মৎস ভবন, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন হয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রবেশ করে। পদযাত্রা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠান শুরু করেন তামান্না খান আন্দোলন সম্পাদক, নারীপক্ষ, ঘোষণাপত্র পাঠ এবং গান পরিবেশন করেন ওয়ার্দা আশরাফ, সদস্য নারীপক্ষ। কবিতা আবৃত্তি করেন ইকবাল আহম্মেদ। নাচ- 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর' পরিবেশন করেন লাইট হাউজ। এছাড়াও বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে আওয়াজ তুলে লাঠি খেলা হয়। অনুষ্ঠানে আগত সকল বয়সী নারী পুরুষ অংশ নেন। পদযাত্রায় কমিটির অন্তর্ভুক্ত ৫২টি সংগঠনের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার, বয়স, বিভিন্ন লিঙ্গ বৈচিত্রময় জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন সংগঠনের প্রায় ৪৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

যদিও ১৯৯৯ সালের সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী ২০০০ সাল থেকে সন্তানের পরিচিতির ক্ষেত্রে বাবার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম লেখার নিয়ম করা হয়, এই নিয়ম কেবল মাত্র কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই নিয়ম সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হোক এটা যেমন আমরা চাই, সেইসঙ্গে আমরা চাই সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক হিসেবে মাকে দায়িত্ব এবং স্বীকৃতি দেয়া হোক।

বর্তমানে প্রচলিত অভিভাবকত্ব আইনটি আমাদের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, দেশের নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ (সিডও)- এর ১৬(চ) ধারায় সন্তানের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে পিতা, মাতা উভয়ের সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থন করেছে।
বাংলাদেশে যে অভিভাবকত্ব আইন বলবৎ রয়েছে তা প্রণীত হয়েছে ১৮৯০ সালে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে। কালের যাত্রায় আমরা এগিয়ে এসেছি ১৩৩টি বছর, বাস্তব পরিস্থিতি এবং নারীর জীবন-জীবিকায় এসেছে অনেক পরিবর্তন। সুতরাং **শতাধিক বছরের পুরানো চিন্তা-চেতনাপ্রসূত এই অভিভাবকত্ব আইনের পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি।** যেসকল দাবি তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নরূঃ

- **কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, সকল ক্ষেত্রেই সন্তানের উপর মায়ের অভিভাবকত্বের অধিকার**
- **অভিভাবকত্ব আইনে মা-বাবা দু'জনের সমান অধিকার, অর্থাৎ বাবার মতো মা-ও তার সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক হবেন**
- **অভিভাবকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে ভরণ-পোষণ দেয়ার সামর্থ্য প্রধান বিবেচ্য হবে না। মা অথবা বাবার মধ্যে যিনি সক্ষম তিনিই সন্তানের ভরণ-পোষণ দেবেন, উভয়ে সক্ষম হলে উভয়েই দেবেন, তাতে অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা নির্ভর করবে না।**

২। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উদযাপন-২০২২-২০২৩

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উদযাপন-২০২২

১০ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/২৫ নভেম্বর ২০২২ শুক্রবার 'নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস। এবছর ৪৬টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত **"নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উদযাপন কমিটি"র উদ্যোগে "বাতাস ছুটুক! তুফান উঠুক! দমব না, থামব না"-** এই প্রতিপাদ্য নিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। এছাড়াও ঢাকাসহ সারা দেশব্যাপী সহযোগী সংগঠন ও নারী সংগঠনসমূহের জাতীয় নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন (দুর্বার) এর মাধ্যমে মোট ৬০টি জেলায় দিবসটি বিভিন্ন সময়ে পালন করা হয়েছে। নারীপক্ষ কার্যালয়ের সামনে (ধানমন্ডি) বিকাল ৫টায় জমায়েত হয়ে সূর্যাস্তের পর মশাল মিছিল শুরু হয়। মশাল মিছিলটি সাতমসজিদ রাস্তা দিয়ে সংসদ ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। অনুষ্ঠানে প্রতীকী লাঠি খেলা, শ্লোগান ও প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। ঘোষণাপত্র পাঠ করেন নারীপক্ষ'র সদস্য আফসানা চৌধুরী।

মশাল মিছিলে বিভিন্ন শ্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড বহন করা হয় যেমন: "তুফান উঠুক, বাতাস ছুটুক থামব না দমব না, রাষ্ট্র এবং পরিবারে সমান হব অধিকারে, পুরুষের ক্ষমতা ভেঙে হোক সমতা, তোমার আমার এক কথা সব নারীর নিরাপত্তা, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও একসাথে, পথে ঘাটে দিনে রাতে চলতে চাই নিরাপদে, নারী তুমি এগিয়ে চলো সকল বাধা ভেঙ্গে ফেলো, নির্যাতন হবে যেখানে প্রতিরাধ সেখানে, সইবো নাকো আমরা আর নারীর উপর অত্যাচার, রাজপথে নারীর সারা জাগরণে নতুন ধারা, এই হোক অঙ্গীকার নারী নির্যাতন নয় আর, ভাঙ্গো নারী লজ্জা ভয় মানবোনা আর পরাজয়।"

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার ও জাতীয় সংসদের কাছে কিছু দাবি তুলে ধরা হয় :

- নারীর উপর যেকোন ধরনের সহিংসতা সংক্রান্ত সকল প্রকার আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করুন
- নারীর উপর সহিংসতার ঘটনা তদন্তের সাথে সম্পৃক্ত পুলিশ, চিকিৎসক-সেবিকাসহ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করুন

- থানা, হাসপাতাল ও আদালতকে নারীর প্রতি মর্যাদাসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করুন
- পাঠ্যসূচিতে নারীর প্রতি অসম্মানজনক ও বৈষম্যমূলক বিষয় এবং ভাষা ও শব্দ বাতিল করুন
- নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে প্রচলিত দুর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ আইনের সংস্কার এবং যুগোপযোগী নতুন আইন দ্রুত প্রণয়ন করুন
- প্রচলিত আইনে সহিংসতার শিকার নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বিধানসমূহ অনতিবিলম্বে বাতিল করুন এবং নারীর প্রতি অসম্মানজনক শব্দ-বাক্য প্রয়োগসম্বলিত রাষ্ট্রীয় দলিল-দস্তাবেজ সংশোধন করার জন্য দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিন।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উদযাপন-২০২৩

আজ ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/২৫ নভেম্বর ২০২৩ শনিবার **'নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস'**। এবছর ৪৬টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত **"নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস কমিটি" "আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে নারীর উপর সহিংসতার আশঙ্কা: প্রতিরোধ গড়ুন, প্রতিবাদ করুন"-** এই প্রতিপাদ্য নিয়ে দিবসটি পালন করে। ঢাকাসহ সারা দেশব্যাপী সহযোগী সংগঠন ও নারী সংগঠনসমূহের জাতীয় নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন (দুর্বার) এর মাধ্যমে মোট ৬০ জেলায় দিবসটি পালন করা হয়েছে।

বিকাল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ ঘোষণাপত্র পাঠ, শ্লোগান ও প্রচারপত্র বিতরণ এর মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের আহ্বান জানান **মাহমুদা হৃদি, বাদাবন সংঘ**। ঘোষণা পত্র পাঠ করেন মনীষা মজুমদার, ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা, নারীপক্ষ। এই সময় যুদ্ধাক্রান্ত ফিলিস্তিনিদের, বিশেষত গাজাবাসীর অপরিসীম প্রত্যয় ও সাহসের প্রতি তিনি সংহতি জানান এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক গাজাবাসীর প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন। যুদ্ধে নিহত সকল ফিলিস্তিনির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং তাদের শোকার্ত পরিবারবর্গ ও নিকটজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে **১** মিনিট নীরববতা পালন করা হয়।

নাচ, কবিতা, গান ও শ্লোগান এর মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি। শ্লোগান গুলো ছিল- **মাঠে ঘাটে বাসে ট্রেনে,নারীর স্থান সবখানে; নারী নির্যাতন রুখবো সবে, হাত আছে হাতিয়ার হবে; রাষ্ট্র এবং পরিবাওে, সমান হব অধিকাওে; নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, রুখে দাড়াও একসাথে; রাতের বেড়া ভাঙবো, স্বাধীনভাবে চলব; সইবো নাকো আমরা আর, নারীর দেহে অত্যাচার; ভাঙ্গো নারী লজ্জা ভয়, মানবোনা আর পরাজয়; এই হোক অঙ্গীকার, নারী নির্যাতন নয় আর।"**

আমাদের আরো একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন। এই নির্বাচনকে ঘিরে যেমন আছে প্রত্যাশা তেমনি আছে সহিংসতা, জ্বালাও-পোড়াও, হরতাল-অবরোধ, গ্রেফতার, নির্যাতন, জেল-জুলুম-হুলিয়া, ইত্যাদি কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা। সর্ব্বোপরি যে বিষয়টি আমাদেরকে বেশি উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত করছে তা হলো, নারীর উপর সহিংসতা। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে নারীর সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পুলিশি নিরাপত্তার পাশাপাশি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে সামাজিক নিরাপত্তার দিকেও।

<u>এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার ও জাতীয় সংসদের কাছে কিছু দাবি তুলে ধরা হয় :</u>

- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে নির্বাচনে সম্পৃক্ত প্রতিটি প্রশাসন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এলাকাবাসীর যৌথ উদ্যোগে নারীর জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন
- সরকারি জরুরী সেবাসমূহকে অধিক কার্যকর ও সক্রিয় রাখুন
- নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের সময়ে এবং নির্বাচন পরবর্তীতে ধর্ষণ ও যৌননির্যাতনসহ নারীর উপর সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধে বিশেষ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন থেকে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিন এবং তা বাস্তবায়ন তদারকি করুন
- নারীর উপর যেকোন ধরণের সহিংসতা সংঘঠনকারী ব্যক্তি ও তাকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দানকারীর বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিন; এলাকাবাসী স্থানীয়ভাবে জন-প্রতিরোধ গড়ে তুলুন
- সংবাদমাধ্যমগুলো নারীর প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল থেকে নিরপেক্ষ ও সত্য সংবাদ প্রকাশ করুন

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যহারকারীরা সংবাদ/তথ্য প্রকাশে দায়িত্বশীল হোন, কোনরকম উষ্কানিমূলক সংবাদ প্রচার করা থেকে বিরত থাকুন।

৩। ২৪ এপ্রিল ২০২৩ নাসরীন হক-এর ১৭তম মৃত্যু বার্ষিকী "ব্যতিক্রমী বন্ধু নাসরীন"

১৭ বৈশাখ ১৪৩০/৩০ এপ্রিল ২০২৩, রবিবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনেটে নারীপক্ষ'র আয়োজনে নাসরীন হক সভাকক্ষে নারী আন্দোলন ও মানবাধিকার কর্মী নাসরীন হক-এর ১৭তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে **"ব্যতিক্রমী বন্ধু নাসরীন"** শীর্ষক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ঈদুল ফিতরের ছুটির কারণে ২৪ এপ্রিল এর পরিবর্তে ৩০ এপ্রিল উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন নারীপক্ষ'র সভানেত্রী তাসনীম আজীম। অনুষ্ঠানে নাসরীন হক এর কিছু স্থিরচিত্র নিয়ে ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। 'তুমি আছো অন্তরে' গান পরিবেশন করেন বর্না চৌধুরী। বিশিষ্ট ফটো সাংবাদিক প্রয়াত শওকাত জামিল খান এর বয়ানে "আমার বন্ধু নাসরীন" থেকে পাঠ করেন মনীষা মজুমদার।
নাশমান শরীফ এর লেখা গান "ক্ষনিকের ধরনীর মাঝে তুমি এলে" এর সুর করেন ওয়ারদা আশরাফ। নাশমান শরীফ নাসরীন হক কে না দেখেও তার বই পড়ে এবং তার বিভিন্ন ছবি দেখে গানটি লিখেছেন।
নাসরীন হক এর কর্ম জীবন, ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন:
এ্যাসিড আক্রমনের শিকার নূরুন নাহার : প্রত্যন্ত এলাকা থেকে নাসরীন হক এর সাহচর্জে ঢাকায় এসে একশন এইড এ বলিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কর্মরত আছেন। তার চিকিৎসা, শিক্ষা এবং সার্বিক বিষয়ে নাসরীন হক সাহস এবং সহযোগিতা করেছেন
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী লীনা চৌধুরী : কানাডা প্রবাসী লীনা আন্তর্জালে অংশগ্রহণ করে স্মৃতিচারণ করেন। বাংলাদেশে প্রথম দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের অভিনীত নাটক 'প্রত্যাশায়' অভিনয় করেন। নাসরীন হক এর অনুপ্রেরণায় শহিদুল আলম সাচ্চু নাটকটির নির্দেশনা দেন। নাটকটি পরিবেশনায়ও অনুদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে নাসরীন হক সহযোগিতা করেন।
মাহমুদুল হাসান হৃদয়, সভাপতি, রানাপ্লাজা সারভাইভার্স এসোশিয়েশন: নাসরীন হক কে মানবতার মা' সম্বোধন করে স্মৃতিচারণ করেন।
মনসুর আহমেদ চৌধুরী: স্মৃতিচারণ করে বলেন **১৯৯৪** সালে সিডও সম্মেলনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারীদের অধিকার এবং টকিং সফ্টওয়্যার তৈরীর বিষয়ে নাসরীন হক কাজ করেছেন।
নাসরীনের ব্যতিক্রমী বন্ধুত্ব নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন শহিদুল আলম সাচ্চু, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব: নাসরীন হক'এর যোগাযোগ নেতৃত্ব খুবই ভালো ছিলো, তিনি যা বলতেন সবাই তা শুনতেন। নাসরীন হক এসিড আক্রান্ত মেয়েদের খুজে বের করে তাদের নিয়ে কাজ শুরু করেন।
সবশেষে নাসরীন হক এর প্রানের গান 'ভাল আছি ভাল থেকো' গান পরিবেশন করেন বর্না চৌধুরী।
নারীপক্ষ'র -প্রকল্প সম্পাদক রীনা রায় এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

৪। বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের পুরোধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী স্মরণে "জীবন জীবনের জন্যে" শীর্ষক স্মরণ অনুষ্ঠান

গত ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/২৪ মে ২০২৩, বুধবার সন্ধ্যা ৬ টায় নারীপক্ষ'র আয়োজনে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের পুরোধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এর স্মরণে "জীবন জীবনের জন্যে" শীর্ষক অনুষ্ঠান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন নারীপক্ষ'র সদস্য সামিয়া আফরীন। এরপর ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এর কিছু স্থিরচিত্র নিয়ে ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে 'মানুষ মানুষের জন্য' গানটি পরিবেশন করেন তানভীর আলম সজীব এবং ' জীবন মরন বন্ধু হে দারিয়েছে' গান পরিবেশন করেন জয়িতা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'পরিচয়' আবৃত্তি করেন ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়। এছাড়া ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এর কর্ম জীবন ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গস্মৃতিচারণ করেন। এই পর্যায়ে শিশু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক লায়লা জামান বলেন, ডা জাফরুল্লাহ ছিলেন একজন কিংবদন্তী পুরুষ। মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলায় চিকিৎসা সেবা দিতে চলে গিয়েছেলেন ওখানে। ডা. জাফরুল্লাহ ওষুধনীতি প্রণয়ন করে মালটিন্যাশনাল কোম্পানীর সাথে প্রতিযোগীতা করে দেশীয় ঔষধ শিল্পকে এগিয়ে নিয়েছেন।
গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের ট্রাস্টি ডক্টর কাশেম চৌধুরী বলেন, নারীদের প্রতি বৈষম্য দূর করার বিষয়ে শিশু এবং মায়েদের পুষ্ঠি বিষয়ে কাজ করেছেন। নারীদের পরিবারে কথা বলার জন্য উৎপাদনশীল হতে হবে। এমন প্রশিক্ষণ দিতে

হবে যে মেয়েরা সব কাজ পারে। ডা. জাফরুল্লাহ্'র মেয়েদেরকে বিভিন্ন ব্যাতীক্রমী পেশায় জায়গা করে দিয়েছিলেন। যেমন গাড়ি চালক সালেহা। তিনি মেয়েদের জন্য ড্রাইভিং স্কুল করেছেন, ফলে অনেক মেয়ের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। চিকিৎস পেশায় গ্রামের সাধারণ মেয়েদের নিয়োজিত করে উদাহলন তৈরী করেছেন যা আজ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে যেমন প্যারামেডিক। তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েদেরকে সাইকেল চালানোর প্রচলন শুরু করেছেন। নারীপক্ষ'র সদস্য মাহবুবা মাহমুদ লীনা ব্যক্তি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধরীকে তুলে ধরে বলেন, ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন এজন খুবই সহজ-সরল শিশু সুলভ মনের। ডা. জাফরুল্লাহ্ নারীদের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। ওয়াটার এইড এর পরিচালক খায়রুল ইসলাম বলেন, ডা. জাফরুল্লাহ্ ছিলেন আমাদের শিক্ষক এবং মেন্টর। একজন স্বাস্থ্য আন্দোলনের সৈনিক হিসেবে বিশ্ব ব্যাপী তিনি ছিলেন সম্মানীত। ডা. জাফরুল্লাহ'র পরামর্শে ওষুধনীতি প্রনয়নের জন্য বাংলাদেশ ৬ লক্ষ বিলিয়ন ডলার লাভ হয়েছে। প্রফেসর ইউনূস যে ঋণ কার্যক্রম মডেল তৈরি করেছেন সেখানে নারীদের নিয়ে গ্রুপ তৈরির পরামর্শডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী, যা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৃহীত। নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে পাকিস্তানের একটি প্রদেশে তিনি কাজ করেছেন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী ফৌজিয়া মোর্শেদ বলেন, তিনি একজন পূর্নাঙ্গ মানুষ ছিলেন। নারীর প্রতি সম্মান এবং তাদের ক্ষমতায়নে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণই তার প্রমান। 'বটতলা নাট্যদল' -এর উপস্থাপনায় ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এর পছন্দের একটি সংক্ষিপ্ত নাটক পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এই নাটকের মূল বক্তব্য ছিল, "ভয় পেলে তুমি শেষ রুখে দাঁড়ালে তুমিই বাংলাদেশ"। সবশেষে নারীপক্ষ'র সদস্য রীনা রায় সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, নারীপক্ষ'র আন্দোরন সম্পাদক তামান্না খান।

৫। রুবী গজনবী স্মরণ অনুষ্ঠান:

নারীপক্ষ'র ৩৯ বছরের পথচলার সঙ্গী, প্রাক্তন সভানেত্রী, পরিবেশ আন্দোলনের পুরধা, '৭১- এর 'বীরাঙ্গনা'দের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং তাঁদের জীবনে অন্তত একটুখানি স্বচ্ছলতা ও প্রশান্তি দেয়ার লক্ষ্যে '৭১ এর যে নারীদের ভুলেছি' কর্মসূচির অন্যতম সংগঠক রুবী গজনবী কোভিডোত্তর জটিলতার কারণে গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৩, সন্ধ্যায় ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৮ বছর।

পোশাকে প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করে দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্যে শোভিত করার অনন্য কারিগর ও একজন সফল প্রশিক্ষক হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত ছিলেন রুবী গজনবী। ফুল, লতা-পাতা, ফলের খোসা দিয়ে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন প্রায় ৩০টি প্রধান রং। বিশ্বে প্রথম এবং বাংলাদেশে একমাত্র প্রাকৃতিক রংয়ে রঞ্জিত তাঁর প্রতিষ্ঠিত পোশাকের প্রতিষ্ঠান 'অরণ্য ক্রাফ্‌ট' দেশে-বিদেশে সমাদৃত। বাংলাদেশের ঐতিহ্য জামদানীশিল্পের প্রসারে রুবী গজনবীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিলো। প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। তিনি তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞ ও অনন্য সৃষ্টিশীলতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন আমাদের মাঝে।

রুবী গজনবী যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বীরাঙ্গনাদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত সেবাসদনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী ছিলেন। নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীপক্ষ'র সকল আন্দোলন ও কর্মসূচিতে তাঁর ছিলো বলিষ্ঠ ভূমিকা।

বহুমাত্রিক গুণের অধিকারিণী এই রুবী আপার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এবং তাঁর সম্পর্কে অনুরাগী ও প্রিয়জনদের কথা জানতে ও জানাতে নারীপক্ষ'র আয়োজনে গতকাল ১৭ মাঘ ১৪২৯/৩১ জানুয়ারি ২০২৩, মঙ্গলবার নারীপক্ষ কার্যালয়ের নাসরীন হক সভাকক্ষে গানে, কথায়, চিত্রে অনুষ্ঠিত হয় স্মরণ অনুষ্ঠান **"আছো বিটপীলতায়, জলদের গায়"- আমাদের রুবী আপা।**

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রয়াত রুবী গজনবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড নিয়ে নির্মিত একটি ভিডিওচিত্র- "আমাদের রুবী আপা" এবং তাঁর কন্যা ফারাহ গজনবীর উচ্চারণে আরো একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর শিল্পী মহুয়া মঞ্জুরী সুনন্দার পরিবেশনায় "তুমি নির্মল করো, মঙ্গল করে ....." গানটি পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানে রুবী গজনবীর নানা দিক ও কর্মকান্ডের কথা উল্লেখ করে স্মৃতিচারণ করেন মেয়ে ফারাহ গজনবী, ছেলে জায়ান গজনবী এবং লুভা নাহিদ চৌধুরী, মানবাধিকার কর্মী হামিদা হোসেন, বন্ধু পারভীন হাসান, সহকর্মী ও 'অরণ্য' এর সদস্য শিরিন, টাঙ্গাইল শাড়ি কুটির এর প্রতিষ্ঠাতা মনিরা ইমদাদ, উবিনীগ এর নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আক্তার, বিশিষ্ট গবেষক ড. হালিদা হানুম, জামদানী তাঁতী কাশেম, সবুজ মিয়া, সজীব, ও শাহ আলম। আরো বক্তব্য রাখেন

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সদস্য এডভোকেট মাসুদা রেহানা রোজী ও কাজী সুফিয়া আক্তার শেলী এবং নারীপক্ষ'র সদস্য রীনা সেনগুপ্তা। এছাড়া ভিডিওবার্তা পাঠান মিতিয়া ও আনাদীল জনসন। তারা তাদের প্রিয়জন, আপনারজন, কাছের মানুষ রুবী গজনবীর কথা বলতে গিয়ে অনেকেই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। সৃষ্টি হয় এক আবেগঘন পরিবেশ।

বক্তারা বলেন, রুবী গজনবী সবক্ষেত্রেই একধরনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। ২০১৯ সালে বালাদেশে জামদানী উৎসবের জন্য জাতীয় জাদুঘর না পাওয়ায় তিনি খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি খুব চাইতেন যে, ওয়াল্ড ক্রাফ্ট কাউন্সিলের কাছ থেকে জামদানীশিল্পটা একটা স্বীকৃতি পাক। এ নিয়ে তিনি সরকারের সাথে অনেক দেনদরবার করেছেন। অবশেষে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডা. দিপুমনির সহযোগিতায় সেটি পেয়েছিলেন, যার ফলে ওয়ার্ল্ডক্রাফ্টস এ জামদানী জায়গা করে নিয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন, বাংলাদেশেই প্রথম ওয়ার্ল্ডক্রাফ্ট কাউন্সিল হবে। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে ১ম ওয়ার্ল্ডকাপক্রাফ্ট হয়।

রুবী গজনবী জামদানী তাঁতী ও কারুশিল্প কারিগরদের হাতে-কলমে কাজ শেখাতেন এবং তাদের রুজি-রোগার ও ব্যবসার উন্নতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। নিজে ডিজাইন দিতেন, রং নির্বাচন করতেন, তবে কারিগরদের মতামত ও পরামর্শকেও গুরুত্ব দিতেন, তাদের কাজের স্বাধীনতা দিতেন। জামদানী তাঁতী ও কারুশিল্প কারিগরদের জন্য তিনি প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছেন। তিনি ভারতসহ নানা দেশের হস্তশিল্প ও লোকশিল্পের অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাতেন। বিভিন্ন যাদুঘরে ঘুরে ঘুরে জামদানীর নকশা সংগ্রহ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের মৃতপ্রায় জামদানীশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। জামদানীশিল্পের অগ্রযাত্রায় তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁরই উদ্যোগ এবং চেষ্টায় দেশ-বিদেশে আজ বাংলাদেশের জামদানীর ঐতিহ্য ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর চলে যাওয়ায় জামদানী তাঁতীরা তাদের মাকে, অভিভাবককে হারিয়েছে।

ভেজিটেবল ডাই এখন যে এখন এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তার কৃতীত্বও রুবী গজনবীর।

রুবী গজনবী সারাজীবন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন। বাংলাদেশের কারুশিল্পী এবং নারীউদ্যোক্তারা তাঁরদ্বারা সর্বদা উপকৃত হয়েছেন। শিশুদের নিয়েও তাঁর ভাবনার অন্ত ছিলো না। শিশুশ্রমিকদের নিয়ে তিনি খুবই বিচলিত ছিলেন। তিনি বলতেন, শিশুশ্রমিকদের যদি রাখতেই হয় তাহলে যেন তাদের জন্য অন্তত ১ ঘন্টা খেলাধুলার সুযোগটুকু রাখা হয়। স্বল্প আয়ের মায়েদের জন্য স্থাপন করেছেন দিবাযত্ন কেন্দ্র। গ্রামের দরিদ্র শিশু, অভিভাবকহীন শিশুদের জন্য অনেক কাজ করেছেন। পথশিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেছেন।

রুবী গজনবী একজন অসাধারণ দক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন, পরিশ্রমী, উদ্যোগী, নির্ভরযোগ্য মানুষ ছিলেন। **"আমাদের রুবী আপা আছেন আমাদের অন্তরে, থাকবেন সর্বদা নারী-আন্দোলনের পথচলায়।"**

অনুষ্ঠানটি শেষ হয় শিল্পী মহুয়া মঞ্জুরী সুনন্দার পরিবেশনায় "মৃত্যু নয়, দুঃখ নয় ....." গানটির মধ্য দিয়ে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নারীপক্ষ'র আন্দোলন সম্পাদক তামান্না খান পপি। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি নারীপক্ষ'র ফেসবুক পাতায় সরাসরি প্রচারিত হয়।

৬। শামসুন নেসা স্মরণ অনুষ্ঠান:

৩১ বৈশাখ ১৪৩০/১৪ মে ২০২৩ নারীপক্ষ'র সদস্য শামসুন নেসা এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী। তাঁকে স্মরণ করতে ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/১৬ মে ২০২৩, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬.০০ নারীপক্ষ'র নাসরীন হক সভাকক্ষে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। এছাড়াও অনেকে আন্তর্জালেও যুক্ত হয়েছিল।

৭। বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে নির্মিত চারটি প্রামাণ্য চিত্রের এক বিশেষ প্রদর্শনী

"আমরা তোমাদের ভুলিনাই" শিরোনামে ৫ ও ৬ চৈত্র ১৪২৯/১৯ ও ২০ মার্চ ২০২৩ দুপুর ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রধান মিলনায়তন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, আগারগাঁও, ঢাকায় বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে নির্মিত চারটি প্রামাণ্য চিত্রের এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করে নারীপক্ষ'র "৭১' এর যে নারীদের ভুলেছি" কর্মসূচি। প্রদর্শনীতে প্রামাণ্য চিত্রের নির্মাতা ও প্রযোজক, প্রতিনিধি দর্শকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে যাওয়ার যাতায়াত ব্যবস্থা তেমন সুবিধাজনক নয় বিধায় আশানুরূপ দর্শক পাওয়া যায়নি।

৮। বনভোজন ২০২৩:

১৭ মার্চ ২০২৩ গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জে 'শিল্পের শিকড়ে' নারীপক্ষ'র নবভোজন হয়। বনভোজনে সকল সদস্য ও কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

৯। শিক্ষা বৃত্তিঃ

করুণা সমাদ্দার শিক্ষা বৃত্তিঃ

করুণা সমাদ্দার, নারীপক্ষ'র স্বাস্থ্যদলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং নারীস্বাস্থ্য আন্দোলনে অবদান রেখেছেন। সদালাপী ও হাসিখুশী করুণা সমাদ্দার নিজেও একজন স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন। গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য মিরপুর মাজার রোডে তিনি গড়ে তোলেন একটি স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক। এই ক্লিনিকের মাধ্যমে করুণা সমাদ্দার স্বল্প খরচে গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীদের শারীরিক বিশেষত প্রসুতিস্বাস্থ্য সেবা দিতেন। আনুমানিক ৪৭ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ছেড়ে যান।
তাঁর স্মৃতিকে স্মরণীয় করতে নারীপক্ষ **"করুণা সমাদ্দার শিক্ষাবৃত্তি"** প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। করুণা সমাদ্দার শিক্ষা বৃত্তির জন্য হাসনা হেনা কে নির্বাচন করা হয়েছে, বৃত্তি প্রদান জুলাই ২০২১ থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে চলমান আছে।

লুৎফুন নাহার আজাদ শিক্ষা বৃত্তি :

লুৎফুন নাহার আজাদ নারীপক্ষ'র সদস্য ও সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসডিপি) এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। নোয়াখালী জেলার সুধারাম উপজেলায় তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। বি এ পাশ করার পর তিনি 'মা ও শিশু স্বাস্থ্য' প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর ১৯৯৬ সালে "সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসডিপি)" নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অগ্রণী এবং অনেকের আদর্শ ও অনুকরণীয়। দীর্ঘ চার দশকের কর্মময় জীবনে তিনি ছিলেন সৎ,
অকুতোভয় এবং প্রতিবাদী।
লুৎফুন নাহার আজাদ ৯ জুলাই, ২০২১ মারা গেছেন। তাঁর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে নারীপক্ষ **"লুৎফুন নাহার আজাদ শিক্ষাবৃত্তি"** প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অক্টোবর ২০২১ থেকে। শিক্ষাবৃত্তি প্রদান চলমান আছে।

নাসরীন হক শিক্ষাবৃত্তিঃ

নাসরীন হক একটি আন্দোলনের নাম, একজন সাহসী, মানবতাবাদী ও দেশপ্রেমিক মানুষের নাম। যাঁর স্বপ্ন ছিল, সর্বস্তরের সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা। তিনি নিজে স্বপ্ন দেখতেন এবং অন্যকে স্বপ্ন দেখাতে পারার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর কর্মদক্ষতা ও স্পষ্টবাদিতাও ছিল অতুলনীয়।
নাসরীন হক অনুভব করেছিলেন জীবনের যুদ্ধে যারা লিপ্ত, যারা সমাজের গন্ডীকে ভাঙ্গতে তৎপর তাঁদের জন্য প্রয়োজন একটু ভালবাসা, একটু মমতার স্পর্শ এবং একটি ভরসার জায়গা। তিনি এটা দিতে পেরেছিলেন তাঁর চার পাশের মানুষকে। তিনি জানতেন, সাহায্য সহযোগিতার সাথে সাথে দুর্বল বা ভুক্তভোগীর জন্য আস্থা, মমতা ও স্নেহ আবশ্যক। তাই তিনি সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন যথা সময়ে সঠিকভাবে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে। তাঁর কাছে ধনী-দরিদ্র, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষার বা চেনা- অচেনা মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না। তাঁর ভালবাসা অনেকের জীবনে এনে দিয়েছে আলো। সাহস যুগিয়েছে বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এগিয়ে যাবার। প্রেরণা যুগিয়েছে যুদ্ধ করে জীবনে বিজয় অর্জনের।
তাঁর স্মৃতিকে স্মরণীয় করতে নারীপক্ষ "নাসরীন হক শিক্ষাবৃত্তি" প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে একজন আদিবাসী, বিজ্ঞান/চিকিৎসা বিজ্ঞান/প্রকৌশলী বিজ্ঞানে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রীকে। বৃত্তি পাচ্ছেন রাবিত্রী হাসদা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান চলমান আছে।

রোকেয়া বুলি শিক্ষাবৃত্তিঃ

রোকেয়া বুলি নারীপক্ষ'র সদস্য ও পল্লী স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলায় তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ১৯৮৯ সালে তিনি তাঁর এক সহকর্মীকে নিয়ে "পল্লী স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংস্থা" প্রতিষ্টা

করেন। নারীর স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের পাশাপাশি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অগ্রহণী। সদা প্রণোচ্ছল রোকেয়া বুলি ছিলেন সকলের প্রিয় 'বুলি আপা'। রোকেয়া বুলি গত ২১ জানুয়ারি ২০১৪ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর স্মৃতিকে স্মরণীয় করতে নারীপক্ষ "।রোকেয়া বুলি শিক্ষাবৃত্তি" প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সে অনুযায়ী ২০১৫ সাল থেকে মোছাঃ ফাইমা আকতার, আম্বিয়া খাতুনকে তাদের পড়া লেখার জন্য প্রদান করা হতো। সর্বশেষ পুজা রানী রায়কে ২০২১ থেকে রোকেয়া বুলি শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের জন্য মনোনীত করে।

১০। <u>নারীপক্ষ'র বিভিন্ন কর্মশালা/বৈঠক:</u>

<u>(ক) মাসিক বৈঠক:</u> মাসের প্রথম মঙ্গলবার নারীপক্ষ'র মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে; সেই অনুযায়ী প্রতিবেদনকালে ১৩ টি মাসিক বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও মোট ১২টি মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ সেপ্টেম্বার ২০২৩ জন্মাষ্টমী এর কারণে সেপ্টেম্বর মাসের মাসিক বৈঠক অনুষ্টিত হয়নি। কোভিড-১৯ এর কারণে প্রতিটি সভা আন্তর্জালে হচ্ছে।

<u>(খ) সাপ্তাহিক বৈঠক:</u> মাসের প্রথম মঙ্গলবার বাদে প্রতি মঙ্গলবার সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিবেদনকালে সভাগুলো জুম অনলাইনে (আন্তর্জালে) করা হয়েছে।

(গ) <u>নির্বাহী পরিষদ বৈঠক:</u> প্রতিবেদন কালে মোট ৪টি (২৯ আশ্বিন ১৪৩০/১৪ অক্টোবর ২০২৩, ২১ বৈশাখ ১৪৩০/৪ মে ২০২৩, ৭ মাঘ ১৪২৯/২১ জানুয়ারি ২০২৩, ২৮ অক্টোবর ২০২৩ বিশেষ নির্বাহী পরিষদ বৈঠক হয় যেখানে শুধুমাত্র নারীপক্ষ'র গঠণতন্ত্র সংশোধন করা হয়) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ এবং এর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নরূপ:

আলোচ্য বিষয়	বৈঠকের তারিখ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্য
গঠনতন্ত্র সংশোধন	২৯ আশ্বিন ১৪৩০/১৪ অক্টোবর ২০২৩	• নারীপক্ষ'র গঠনতন্ত্রে যেসকল সংশোধনী আনা হচ্ছে তা পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য আগামী ২৮ অক্টোবর ২০২৩ সকাল ১০টায় নির্বাহী পরিষদের একটি বিশেষ বৈঠক হবে। .... • নারীপক্ষ 'নারী' বলতে কী বোঝে তা স্পষ্টভাবে গঠনতন্ত্র, জেন্ডার নীতিমালা এবং সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবটি এবছর সাধারণ সভায় দেয়া হবে না, কারণ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়নি।	নারীপক্ষ'র গঠনতন্ত্রে যেসকল সংশোধনী আনা হয়েছে তা দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন করা হবে।
নারীপক্ষ'র সভাকক্ষটিতে এসি লাগানো	২৯ আশ্বিন ১৪৩০/১৪ অক্টোবর ২০২৩	নারীপক্ষ'র সভাকক্ষটিতে এসি লাগানোর খরচ হিসেব করে কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির বৈঠকে দেয়া হবে।	দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচনা করে দিদ্ধান্ত নেয়া হবে।
১ বছরের বেশী সময় ধরে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পসমূহ থেকে অর্জন, শিক্ষণীয় ও সমস্যাগুলো প্রকল্প সম্পাদককে দেয়া	২৯ আশ্বিন ১৪৩০/১৪ অক্টোবর ২০২৩	যেসকল প্রকল্প বাস্তবায়নসময় ১ বছরের বেশী হয়েছে সেইসকল প্রকল্প থেকে অর্জন, শিক্ষণীয় ও সমস্যাগুলো লিখিতভাবে প্রকল্প সম্পাদককে দেয়ার জন্য সকল প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প সমন্বয়কারীকে একটি ই-মেইল দেয়া হবে।	ই-মেইল দেয়া হয়েছে।
সদস্য-কর্মীদের আচরণ বিষয়ক আলোচনা	২৯ আশ্বিন ১৪৩০/১৪ অক্টোবর ২০২৩	নারীপক্ষ'র সদস্য ও কর্মীদের আচরণ/ব্যবহার নিয়ে আগামী ১১ নভেম্বর ২০২৩ দিনব্যাপী একটি আলোচনা করা হবে। আলোচনায় নেতৃত্ব দেবেন	সভা করা সম্ভব হয়নি ঐদিন সাফিয়া আজীম অসুস্থ্য ছিলেন

আলোচ্য বিষয়	বৈঠকের তারিখ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্য
		সদস্য সাফিয়া আজীম। -এ বিষয়ে সকল সদস্য ও কর্মীকে একটি নোটিশ দেয়া হবে।	
নারীপক্ষ'র ৪০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন	২৯ আশ্বিন ১৪৩০/১৪ অক্টোবর ২০২৩	• নারীপক্ষ'র ৪০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে **"নারীপক্ষ উৎসব"**- এর মূল মঞ্চের অনুষ্ঠান আয়োজনে দাপ্তরিক/প্রশাসনিক কাজগুলো নির্ধারণ করে কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হবে। কাজগুলো সম্পাদনে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করবেন সদস্য নাজমা বেগম। • ২৮ অক্টোবর - ৪ নভেম্বর নারীপক্ষ'র সকল কর্মী এবং প্রকল্পসমূহ "নারীপক্ষ উৎসব"- এর কাজগুলোকেই প্রাধান্য দেবেন এবং এই সময়ে কোন মাঠ পরিদর্শন না রাখার চেষ্টা করবেন অনুষ্ঠানের মূল শিরোনাম হবে "মোরা আকাশের মতো বাধাহীন" এবং ১ নং লোগোটিকে আজকের বৈঠকের মতামত অনুযায়ী সম্পাদনা করে চূড়ান্ত করা হবে।	২৮ অক্টোবর ২০২৩ বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বার্ষিক আলোচনা ও দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা- ২০২৩	২৯ আশ্বিন ১৪৩০/১৪ অক্টোবর ২০২৩	• নারীপক্ষ'র বার্ষিক আলোচনা ও দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা- ২০২৩ করার জন্য ঢাকার মধ্যে এক সপ্তাহের মধ্যে কোন ভালো স্থান খুঁজে না পেলে নারীপক্ষ কার্যালয়েই করা হবে • উক্ত সভা আয়োজক দলে থাকবেন কামরুন নাহার, নাজমা বেগম এবং সম্পাদক ত্রয় .... নির্বাচন কমিশনের সদস্য থাকবেন রওশন আরা, ফেরদৌসী আখতার ও ফজিলা বানু লিলি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার থাকবেন রওশন আরা	গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে হবে।
নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা	২৯ আশ্বিন ১৪৩০/১৪ অক্টোবর ২০২৩	নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা- ২০২৩ এর জন্য খাওয়ার মমতাজ এর বিকল্প একজন আলোচক ঠিক করে রাখা হবে।	১৮ নভেম্বর ২০২৩ আন্তর্জালে হয়েছে।

২১ বৈশাখ ১৪৩০/৪ মে ২০২৩ অনুষ্ঠিত নির্বাহী পরিষদ বৈঠকের উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ

আলোচ্য বিষয়	বৈঠকের তারিখ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্য
Anti Corruption Policy এবং Conflict of Interest Policy- এর বাংলা অনুবাদ করা		Anti Corruption Policy এবং Conflict of Interest Policy- এর বাংলা অনুবাদ করা হবে। অনুবাদ কাজটি প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে চ্যাট-জিপিটি'তে করার চেষ্টা করা হবে। -এভাবে না হলে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির অনুবাদ সেন্টারে যোগযোগ করা হবে।	চলমান
'এরিনা' প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিশিষ্ট নারীদের সাক্ষাৎকারগুলো ছাপানো		'এরিনা' প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিশিষ্ট নারীদের সাক্ষাৎকারগুলো ছাপানো কাজটির হালনাগাদ কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির বৈঠকে জানানো হবে হবে এবং সেখানে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।	চলমান
নির্বাহী পরিষদ সদস্যগণ নারীপক্ষ'র হয়ে কোন অর্থ উপার্জনমূলক কাজ করতে পারবেন কি না		নির্বাহী পরিষদ সদস্যগণ নারীপক্ষ'র হয়ে কোন অর্থ উপার্জনমূলক কাজ করতে পারবেন কি না সে বিষয়ে জানতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নেয়া হবে।	
সদস্য-কর্মীদের আচরণ/ব্যবহার বিষয়ক আলোচনা		সদস্য ও কর্মীদের আচরণ/ব্যবহার এবং নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করা হবে। -এই দলে থাকবেন সাফিয়া আজীম, সাদাফ সায্ সিদ্দিকী, রীনা রায়, কে এ জাহান রুমী ও মাহীন সুলতান।	চলমান
প্রশাসন ব্যবস্থাপককে ওরিয়েন্টেশন দেয়া		বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থাপক নাফিজা আফরোজ যাতে তার কাজ/দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে করতে পারেন সে বিষয়ে আগামী দেড় মাস (১৫ মে - ৩০ জুন ২০২৩) তাকে ওরিয়েন্টেশন দেবেন রওশন আরা বেবী।	দেয়া হয়েছে
'নারী আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে এজেন্ডা তৈরি' বিষয়ক কাজ সম্পর্কে উপস্থাপনা দেয়া		গ্লোবাল ফান্ড ফর উইমেন- এর আর্থিক সহায়তায় 'নারী আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে এজেন্ডা তৈরি' বিষয়ক কাজ সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা দেয়া হবে মঙ্গলবারের সভায়।	
গঠনতন্ত্র সংশোধন	•	• নারীপক্ষ'র গঠনতন্ত্রে যেসকল সংশোধনী আনা হচ্ছে তা অনুমোদনের জন্য মঙ্গলবারের মাসিক বৈঠকে আলোচনা করে কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটি হয়ে নির্বাহী পরিষদ থেকে সাধারণ সভায় পাঠানো হবে। • সাধারণ নারীদের বাইরেও যারা নিজেদেরকে নারী হিসেবে ভাবে (হিজরা) তাদেরকে নারীপক্ষ'র সদস্যপদ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাধারণ সভায় দেয়া হবে। -	• নারীপক্ষ'র সাধারণ সভা- ২০২৩। •

আলোচ্য বিষয়	বৈঠকের তারিখ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্য
		এর প্রস্তুতি হিসবে একটি সভা হয় ২০ মে ২০২৩, শনিবার বিকেল ৫টায়, নারীপক্ষ কার্যালয়ে।	
কর্মীর মূল্যায়ন বছর জানুয়ারি মাস থেকে ধরা		কর্মীর মূল্যায়ন বছর জানুয়ারি মাস থেকে ধরার পদ্ধতি এবং সুবিধা-অসুবিধাগুলো বোঝার জন্য অন্ততপক্ষে ৩টি সংগঠন/প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।	কাজটি সম্পন্ন হয়েছে
নারীপক্ষ কার্যালয়ের গরম কমানো		নারীপক্ষ কার্যালয়ের গরম কমানোর জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটিতে বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যে, কিভাবে এবং কোন পদ্ধতি নেয়া হবে।	
নারীপক্ষ'র সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত করা		নারীপক্ষ'র সাংগঠনিক কাঠামোটি চূড়ান্ত করার জন্য আগামী ২৮ মে ২০২৩, রবিবার বিকেল ৫টায় নারীপক্ষ কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নিয়ে একটি বৈঠক করা হয়।	চুড়ান্ত হয়েছে
কর্মীদের বেতনে সমতা আনা ও কোলা প্রদান		কর্মীদের বেতনে সমতা আনা ও কোলা প্রদান বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যসহ একটি লিখিত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির বৈঠকে দেয়া হবে। -এরজন্য আগামী ২৭ মে ২০২৩, শনিবার সকাল ১১টায় নারীপক্ষ কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট দল (**সায়েমা হাসনীন, নাজমা বেগম, রীনা রায়, মাহীন সুলতান এবং প্রকল্প-পরিচালকগণ**) আলোচনায় বসবেন।	কাজটি সম্পন্ন হয়েছে
'স্বাস্থ্যসেবিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধি (প্রো-নার্স)' প্রকল্পের কেস-স্টাডি তৈরি		টেকনাফে ৪ জন নারীনার্স- এর উপর হওয়া যৌন হয়রানির বিচার প্রাপ্তিতে নারীপক্ষ'র এই প্রকল্পের ভূমিকা সম্পর্কে একটি লিখিত কেস-স্টাডি তৈরি করা হবে।	
১ বছরের বেশী সময় ধরে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পসমূহ থেকে অর্জন, শিক্ষণীয় ও সমস্যাগুলো প্রকল্প সম্পাদককে দেয়া		যেসকল প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ১ বছরের বেশী হয়েছে সেইসকল প্রকল্পের প্রতিটি থেকে অর্জন, শিক্ষণীয় ও সমস্যাগুলো লিখিতভাবে প্রকল্প সম্পাদককে দেয়া হবে।	
প্রয়াত সদস্যদের স্মরণ		নারীপক্ষ'র প্রয়াত সদস্যদের স্মরণ কোন আঙ্গিকে এবং কখন, কিভাবে করা হবে সে বিষয়ে নতুন করে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য নির্বাহী পরিষদ হয়ে সাধারণ সভায় দেয়া হবে।	নারীপক্ষ'র সাধারণ সভা- ২০২৩।

৭ মাঘ ১৪২৯/২১ জানুয়ারি ২০২৩ অনুষ্ঠিত নির্বাহী পরিষদ বৈঠকের উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ

আলোচ্য বিষয়	বৈঠকের তারিখ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্য
‘এরিনা’ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিশিষ্ট নারীদের সাক্ষাৎকারগুলো ছাপানো		• ‘এরিনা’ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিশিষ্ট নারীদের সাক্ষাৎকারগুলো ছাপানো কাজটির হালনাগাদ কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির বৈঠকে জানানো হবে। নারীপক্ষ’র ইতিহাস নিয়ে সদস্যদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক ভিডিওচিত্রটি সম্পাদনা করে নারীপক্ষ’র ৪০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে দেখানোর বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির বৈঠকে আলোচনা করা হবে, তবে তার আগে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নিয়ে আলাদা একটি বৈঠক করা হবে।	চলমান
নারীপক্ষ’র আর্কাইভ, ডকুমেন্টেশন ও ফাইলিং পদ্ধতি পুনর্বিন্যাস করা		নারীপক্ষ’র আর্কাইভ/ডিজিটাল ফোল্ডার, ডকুমেন্টেশন ও ফাইলিং পদ্ধতি পুনর্বিন্যাস কাজটি কিভাবে করা হচ্ছে তা একদিন দেখানো এবং এ বিষয়ে একটি সেশন করা হবে।	ক্লাউড স্পেস কেনা হয়েছে, ক্লাউডে ফাইল রাখা শুরু হয়েছে।
ইসলাম ও গর্ভপাত বিষয়ক প্রকল্প	•	• এই প্রকল্পের আওতায় নারীপক্ষ’র রিস্ক্ রেজিস্টার নিয়মিত কম্পিউটারের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে। রিস্ক্ রেজিস্টারটি নারীপক্ষ’র উপযোগী করে হালনাগাদ করার দায়িত্বে থাকবেন সদস্য সাফিয়া আজীম। • সদস্য অমিতা দে এর সহযোগিতায় সভানেত্রী তাসনীম আজীম নারীপক্ষ’র দুর্নীতি দমন নীতিমালাটি হালনাগাদ করবেন। • দুর্নীতি দমন এবং হুইসেল ব্লোয়িং নীতিমালা নির্বাহী পরিষদের আগামী বৈঠকে পর্যালোচনা করা হবে। • কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট নীতিমালাটি তৈরি করবেন সাফিয়া আজীম, সায়েমা হাসনীন ও জাহানারা খাতুন। • নারীপক্ষ প্রকল্পসমূহের ওভারহেড কোন খাতে, কিভাবে বরাদ্দ করে এবং তার যৌক্তিকতাসমূহ লিখিত করে ‘ইসলাম ও গর্ভপাত’ বিষয়ক প্রকল্পের দাতাসংস্থা এম্প্লিফাই চেঞ্জকে পাঠানো হবে।	•
প্রচার সম্পাদক পরিবর্তন		নারীপক্ষ’র বর্তমান প্রচার সম্পাদক ফজিলা বানু লিলি- এর অতিরিক্ত কাজের চাপ কমানোর জন্য ২১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে তাকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে রেহানা সামদানী (কণা)-কে প্রচার সম্পাদক মনোনীত করা হলো। -বিষয়টি জানিয়ে সকল সদস্য ও কর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের একটি নোটিশ দেয়া হবে।	২১ জানুয়ারি ২০২৩।

আলোচ্য বিষয়	বৈঠকের তারিখ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্য
নারীপক্ষ'র ই-মেইল দেখা		নারীপক্ষ'র ই-মেইলগুলো নিয়মিতভাবে দেখতে প্রশাসন ব্যবস্থাপককে জানুয়ারি ২০২৩ মাসে সহযোগিতা করবেন সদস্য নাজমা বেগম। এর পরবর্তী মাসগুলোর দায়িত্ব আগামী কর্মীবৈঠকে ভাগ করে দেয়া হবে।	পরবর্তী কর্মীবৈঠক যেদিন হবে।
দরপত্র গৃহীত না হওয়ার কারণ লিখিতভাবে জানানো		নারীপক্ষ'র (প্রকল্প+সাংগঠনিক) জন্য জিনিসিপত্র/দ্রব্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে 'ক্রয়-বিক্রয়' কমিটি কর্তৃক যে দরপত্র গৃহীত হবে না সেই দরপত্রদাতাকে তার দরপত্র গৃহীত না হওয়ার কারণ লিখিতভাবে জানানো হবে।	এখনও জানানো হয় না
বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ফলো-আপ		বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে নিয়মিত ফলো-আপ করা হবে।	বৈঠক অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় সপ্তাহে এবং পরবর্তী বৈঠকের ১মাস আগে।
তথ্য-উপাত্ত নিরাপত্তা রক্ষা বিষয়ক নির্দেশিকা অনুমোদন		নারীপক্ষ'র তথ্য-উপাত্ত নিরাপত্তা রক্ষা বিষয়ক নির্দেশিকাটি সংযোজন-বিয়োজনসহ অনুমোদন করা হলো। সংযোজন-বিয়োজন কাজটি সম্পন্ন করার পরে সভানেত্রীর স্বাক্ষরসহ নির্দেশিকাটি সকল সদস্য ও কর্মীকে পাঠানো হবে এবং এটি অনুসরণের জন্য ধাপে ধাপে তাদের সকলের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।	১৪ এপ্রিল ২০২৩ এর মধ্যে।
নারীপক্ষ'র কৌশলপত্র অনুমোদন		• নারীপক্ষ'র কৌশলপত্রটি সংশোধনসহ অনুমোদন করা হলো, যা জানুয়ারি ২০২৩ থেকে কার্যকর হবে; তবে প্রতি ২ বছর পর পর এটি পর্যালোচনা করা হবে। • কৌশলপত্রটির প্রুফ দেখে দেবে ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা মনীষা মজুমদার • সদস্য ফজিলা বানু লিলি এর সহযোগিতায় সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির অনুবাদ সেন্টারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ কৌশলপত্রটির ইংরেজী অনুবাদ করা হবে। • কৌশলপত্রের সাংগঠনিক কাঠামোটি চূড়ান্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নিয়ে আলাদা একটি বৈঠক করা হবে।	• কৌশলপত্র চুড়ান্ত হয়ে মুদ্রণ এর কাজ চলছে।
আর্থিক প্রতিবেদন ও রিভাইস বাজেট অনুমোদন		• নারীপক্ষ'র সাংগঠনিক এবং প্রকল্পসমূহের অক্টোবর - সেপ্টেম্বর ২০২২- এর আর্থিক প্রতিবেদন সংশোধনসহ অনুমোদন করা হলো • জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩ সময়ে নারীপক্ষ'র জন্য মোট ৯২ লাখ ৭৫ হাজার ৯৩৩/- টাকার রিভাইস বাজেট অনুমোদন করা হলো। - এরমধ্যে প্রকল্পসমূহ থেকে সমন্বয় হবে ৪২ লাখ ২১ হাজার ৫৪৪/- টাকা, অর্থাৎ নারীপক্ষ'র	বৈঠকের অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্য বিষয়	বৈঠকের তারিখ	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্য
		টাকার পরিমান হবে ৫০ লাখ ৫৪ হাজার ৩৮৮/- টাকা নারীপক্ষ'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বাজেট পুনরায় পর্যালোচনা করা হবে। মোট বাজেটের মধ্যে নারীপক্ষ'র তহবিল থেকে ১ লাখ টাকা দেয়া হবে, বাকী টাকা 'সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও কর্মজাল প্রসার' কর্মসূচি থেকে দেয়া হবে।	
কবি জাহেদা খানমকে নিয়ে স্টোরি তৈরি		কবি জাহেদা খানমকে নিয়ে একটি স্টোরি তৈরি করা হবে। প্রাক্তন প্রচার সম্পাদক **নাজমুন নাহার শেলী** কাজটির নেতৃত্ব দেবেন এবং তার সাথে যুক্ত থাকবেন বর্তমান প্রচার সম্পাদক **রেহানা সামদানী** কণা। খরচ যাবে এরিনা প্রকল্প থেকে।	চলমান

(ঘ) কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির বৈঠক :

প্রতিবেদন কালে কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির মোট ২১ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৫ আশ্বিন ১৪৩০/৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩	১ আশ্বিন ১৪৩০/১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩	১১ ভাদ্র ১৪৩০/২৬ আগস্ট ২০২৩
২১ শ্রাবণ ১৪৩০/৫ আগস্ট ২০২৩	৭ শ্রাবণ ১৪৩০/২২ জুলাই ২০২৩	২৪ অষাঢ় ১৪৩০/৮ জুলাই ২০২৩
১৮ চৈত্র ১৪২৯/১ এপ্রিল ২০২৩	২ বৈশাখ ১৪৩০/১৫ এপ্রিল ২০২৩	২৩ বৈশাখ ১৪৩০/৬ মে ২০২৩
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/২০ মে ২০২৩	২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/৩ জুন ২০২৩	৩ অষাঢ় ১৪৩০/১৭ জুন ২০২৩
৪ মাঘ ১৪২৯/১৮ জানুয়ারি ২০২৩	১৪ মাঘ ১৪২৯/২৮ জানুয়ারি ২০২৩	২৮ মাঘ ১৪২৯/১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
১২ ফাল্গুন ১৪২৯/২৫ ফেব্রুয়ারি২০২৩	৪ চৈত্র ১৪২৯/১৮ মার্চ ২০২৩	১৯/১১/২০২২
৩ ডিসেম্বর ২০২২	১৭ ডিসেম্বর ২০২২	৩১ ডিসেম্বর ২০২২

(ঙ) ব্যবস্থাপনা বৈঠক :

প্রতিবেদন সময়ে মোট ৫ টি ব্যবস্থাপনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮ আশ্বিন ১৪৩০/২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩	১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/১৫ মে ২০২৩
১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/২৬ নভেম্বর ২০২২	১ ফাল্গুন ১৪২৯/১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
৫ পৌষ ১৪২৯/২০ ডিসেম্বর ২০২২	

(চ) কর্মী বৈঠক :

প্রতিবেদন সময়ে ৮টি কর্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

প্রতিবেদন সময়ে

২১ আষাঢ় ১৪৩০/৫ জুলাই ২০২৩	২ আশ্বিন ১৪৩০/১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩	২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/৬ জুন ২০২৩
১৮ বৈশাখ ১৪৩০/ ২ মে ২০২৩	২১ চৈত্র ১৪২৯/৪ এপ্রিল ২০২৩	১৯ ফাল্গুন ১৪২৯/ ৪ মার্চ ২০২৩
৪ মাঘ ১৪২৯/ ১৮ জানুয়ারী ২০২৩	২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/ ১০ ডিসেম্বর ২০২২	

(ছ) ক্রয়-বিক্রয় কমিটির বৈঠকঃ

প্রতিবেদনকালে ক্রয় বিক্রয় কমিটির ৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ই-মেইলে অনুমোদন নিয়ে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। বৈঠকে গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ ও তার বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নরূপঃ

আলোচ্য বিষয়	বৈঠকের তারিখ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অবস্থা
২টি নিউজলেটার তৈরি	১৯ চৈত্র ১৪২৯/২ এপ্রিল ২০২৩	২টি নিউজলেটার সম্পাদনা বাংলা ও ইংরেজী সংস্করণ তৈরি। নিউজলেটারটি আনিরার ৩৫ কে দিয়ে করা হয়েছে।	আনিরার ৩৫ কে দিয়ে করা হয়েছে।
রেফারেল বুকলেট মুদ্রণ	২৯ চৈত্র ১৪২৯/১২ এপ্রিল ২০২৩	পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি প্রকল্পের রেফারেল বুকলেট মুদ্রণ করা হয় সর্বনিম্ন দরদাতা ফাহাদ এন্টার প্রাইজকে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।	ফাহাদ এন্টার প্রাইজকে দিয়ে মুদ্রন করা হয়।
আসবাবপত্র ক্রয়	২৯ চৈত্র ১৪২৯/১২ এপ্রিল ২০২৩	পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি প্রকল্পের শাখা অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ক্রয় বিক্রয় কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। সর্বনিম্ন দরদাতা অটবিকে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।	অটবি থেকে কেনা হয়েছে।

২৫ টি ফ্লাক্স ক্রয়	২৫ শ্রাবণ ১৪৩০/৯ মে ২০২৩	"নারী ও তরুণদের মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়নকরে আসছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় সরকরারি কর্মকর্তা এবং সহযোগি সংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহনে "বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, কিশোরি গর্ভধারন ও অনাকাঙ্খিত গর্ভধারন রোধ কল্পেপরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন শীর্ষক সভা" সভায় উপকরণ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের ২৫ টি ফ্লাক্স দেয়ার জন্য ক্রয় করা হয়। ইতি পূর্বে নারীপক্ষ'র "নিরাপদ মাসিক নিয়মিতকরণ অধিকারের দাবীতে এশিয়া মহাদেশে কৌশলগত সম্পর্কস্থাপন" প্রকল্পের আওতায় নারীদলের সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ফ্লাক্স দেয়ার জন্য দরপত্রের ভিত্তিতে সর্বনিম্ন দরদাতা পেপার টাচকে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছিল যা ক্রয়-বিক্রয় কমিটির দ্বারা অনুমোদিত।	পেপার টাচ থেকে ফ্লাস্কগুলো কেনা হয়।
অস্থায়ী কার্যালয়ের জন্য উপকরণ সামগ্রী ক্রয়	৯ বৈশাখ ১৪৩০/২৩ মে ২০২৩	নারী ও তরুণদের মানস সম্মত পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের কক্সবাজরস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ের জন্য উপকরণ সামগ্রী ক্রয়। কমিটির সকরে সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স শাহজাহান এন্টারপ্রাইজ কে কার্যদেশ দিতে সুপারশ করেন।	মেসার্স শাহজাহান এন্টারপ্রাইজ কে দিয়ে কাজ করানো হয়েছে।
মনোসামাজিক উপদেষ্টা নিয়োগ	৯ বৈশাখ ১৪৩০/২৩ মে ২০২৩	পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের ন্যায্যতা প্রাপ্তি প্রকল্পের ওয়ান টু ওয়ান অধিবেশনের জন্য মনোসামাজিক উপদেষ্টার জন্য কমিটির সকলে সেন্টার ফর মেন্টাল হেলথ এন্ড কেয়ার বাংলাদেশ সিএমএইচবি কে কার্যাদেশ দিতে সুপারিশ করেন।	সেন্টার ফর মেন্টাল হেলথ এন্ড কেয়ার বাংলাদেশ সিএমএইচবি এ হয়েছে।
আবাশিক প্রশিক্ষণের জন্য আবাসন ও খাবারের ব্যবস্থা	৯ বৈশাখ ১৪৩০/২৩ মে ২০২৩	পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকদের ন্যায্যতা প্রাপ্তি প্রকল্পের নারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে মানবাধিকার নারীর উপর সহিংসতা, শ্রম অধিকার বিষয়ক ২ দিন ব্যাপী আবাশিক প্রশিক্ষণের জন্য আবাসন ও খাবারের ব্যবস্থা গ্রহণ। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে কমিটির সকলে হোপ ফাউন্ডেশনে করার জন্য সুপারিশ করেন।	হোপ ফাউন্ডেশন সাভারে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
কর্মমালার জন্য ভেন্যু	৯ বৈশাখ ১৪৩০/২৩ মে ২০২৩	সংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও কর্মজাল প্রসার কর্মসূচির কর্মশার জন্য ভেন্যু নির্বাচন। পূর্বে এনজিও ফোরামে করা হয়েছে, দর অপরিবর্তিত থাকায় এনজিও ফোরামে করার সুপারিশ করেন।	সুপারিশ অনুযায়ী এনজিও ফোরামে করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়	বৈঠকের তারিখ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অবস্থা
প্রিন্টার ক্রয়	১৪ পৌষ ১৪২৯/২৮ জানুয়ারি ২০২৩	'স্বাস্থ্যসেবিকাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন (ProNurse) প্রকল্প থেকে হিসাব বিভাগের সিঙ্গেল ইউজার এর জন্য ১টি প্রিন্টার ক্রয়ের জন্য ৪টি প্রতিষ্ঠানে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্রে সাড়া দিয়ে মোট ২টি কোম্পানী দরপত্র প্রদান করেছেন। বিড সামারী গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ ক্রয় বিক্রয় কমিটিতে ই-মেইলে পাঠানো হয়। যেহেতু স্মার্ট টেকনোলজি বিডি সোল ডিস্টিবিউটর এবং সর্বনিম্ন দরদাতা সেহেতু স্মার্ট টেকনোলজি থেকে এইচ পি প্রিন্টার কেনার জন্য কমিটির সকলে মন্তব্য প্রকাশ করেন।	HP Laserjet 107A প্রিন্টার কেনা হয়েছে।
নারীপক্ষ'র সিলিং এর উপর তার পরিবর্তন ও কম্পিউটার ও অন্য ইলেক্ট্রিক পন্য চালানোর ছকেট পরিবর্তন	১২ পৌষ ১৪২৯/২৬ জানুয়ারি ২০২৩	ক্রয় বিক্রয় কমিটিতে বিড সামারী পাঠানো হয়। সেখানে কমিটি থেকে নাজমুন নাহার শেলী মন্তব্য করেন যে, আমরা আরো কিছুটা দর কমানোর জন্য তাদেরকে অনুরোধ করবো। সেই প্রেক্ষিতে এম আর ৩৫ এর সাথে আলোচনা করাা হয়। স্টুডিও এম আর ৩৫, পূর্বে দেয়া দরপত্র থেকে ৮,১২৮/- টাকা দর কমিয়েছে। যেহেতু এটি একটি অভিজ্ঞ কোম্পানী এবং পূর্ব পরিচিত সেহেতু কমিটির সকলে স্টুডিও এম আর ৩৫ কে দিয়ে কাজ করানোর সুপারিশ করেন।	স্টুডিও এম আর ৩৫ কে দিয়ে নারীপক্ষ'র বৈদ্যুতিক কাজ করানো হয়েছে।
'নারীর এগিয়ে চলা' প্রকল্পের আওতায় ১০০ জনের আবাসিক কর্মশালা জন্য থাকা, খাওয়া এবং ভেনু ভাড়া		নারীপক্ষ'র 'নারীর এগিয়ে চলা' প্রকল্পের আওতায় ১০০ জনের আবাসিক কর্মশালা জন্য থাকা, খাওয়া এবং ভেনু ভাড়ার জন্য তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে দরপত্র সংগ্রহ করা হয়, এই প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা, দিসা ট্রেনিং সেন্টার ও ইউ এস টি। যদিও দরপত্রের ভিত্তিতে সর্বনিম্ন দরদাতা উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কিন্তু ৪০ জনের বেশি আবাসিক ব্যবস্থা করতে পারবে না। দিসা ট্রেনিং সেন্টার ৫০ জনের বেশি আবাসিক ব্যবস্থা করতে পারবে না এবং বেড দোতলা। যেহেতু ইউ এস টি এর সাথে নারীপক্ষের পুর্বের অভিজ্ঞতা রয়েছে সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করে ইউ এস টিকে দেয়ার সুপারিশ করেন।	ইউ এস টিতে ১০০ জনের আবাসিক কর্মশালা জন্য থাকা, খাওয়া এবং ভেনু ভাড়া করে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৩৫০টি এ্যাপ্রোন (কোটি) তৈরি	২৮ ডিসেম্বর ২০২২	'পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি' প্রকল্প থেকে সজাগ সাথীদের ব্যবহার করার জন্য ৩৫০টি এ্যাপ্রোন (কোটি) তৈরির জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। আহবানে সাড়া দিয়ে পূর্ব পরিচিত ৩টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দিয়েছেন, যাদের পূর্বে অভিজ্ঞতা আছে। ক্রয় বিক্রয় কমিটির সকলে সর্বনিম্ন দরদাতা টি এম জুট হ্যান্ডিক্রাফট কে কার্যাদেশ দেয়ার জন্য সুপারিশ করেছেন।	৪ জানুয়ারি ২০২৩ টি এম জুট হ্যান্ডিক্রাফট কে কার্যাদেশ দিয়ে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২০০টি ব্যাগপ্যাক তৈরি	২৩ জানুয়ারি ২০২৩	'পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি' প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ২০০টি ব্যাগপ্যাক তৈরির জন্য ২৩ জানুয়ারি ২০২৩ ক্রয় বিক্রয় কমিটিতে ই-মেইল পাঠানো হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ২০০টি ব্যাগপ্যাক তৈরির দরপত্র আহবান করা হয়। নমুনা সহ নিউ মার্কেটের ব্যাগের দোকানে দর চাওয়া হয়। দরপত্রে সাড়া দিয়ে উক্ত ৩টি প্রতিষ্ঠান দর দিয়েছেন। টার্গেট জোন থেকে পুর্বেও ব্যাগ ক্রয় করা হয়েছে, ব্যাগের মান ভাল। ক্রয় বিক্রয় কমিটির সকলে সর্বনিম্ন দরদাতা টার্গেট জোনকে কার্যাদেশ দিতে সুপারিশ করেন।	টার্গেট জোনকে কার্যাদেশ দিয়ে ব্যাগ তৈরি করা হয়েছে।
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে গার্মেন্টস কর্মরত এলাকায় পথ নাটক প্রদর্শন	২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	'পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি' প্রকল্প থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে গার্মেন্টস কর্মরত এলাকায় পথ নাটক প্রদর্শন করার বিড সামারীগুলো ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ক্রয় বিক্রয় কমিটিতে পাঠানো হয়। পথ নাটক প্রদর্শন এর জন্য সকল কোটেশন ও বিড সামারী পর্যালোচনা করে কমিটির সকলে সর্ব নিম্ন দরদাতা পথিকৃৎ কে দিয়ে পথ নাটক করার জন্য সুপারিশ করেন। উল্লেখ্য যে, পথিকৃৎ পূর্বেও নারী দিবস এ পথ নাটক প্রদর্শন করেছে।	পথিকৃৎ কে দিয়ে পথনাটক করা হয়েছে।
বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প' প্রকল্পের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ব্যাগ তৈরি	২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে দরপত্র সংগ্রহ করা হয়, এই প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- টার্গেট জোন, গোল্ডেন লেদার স্টোর ও আহমেদ। দরপত্রের ভিত্তিতে সর্বনিমড়ব দরদাতা টার্গেট জোন, ২য় গোল্ডেন লেদার স্টোর এবং ৩য় আহমেদ। সর্বনিম্ন দরদাতা যদি সরবরাহ করতে সক্ষম না হয় তবে আমরা ২য় দরদাতার কাছে যেতে পারি।	সর্বনিম্ন দরদাতা টার্গেট জোন থেকে ব্যাগ তৈরি করা হয়েছে।
'পোশাক শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকের অধিকার তরান্বিতকরণ' প্রকল্প থেকে 'সিডও' মুল নীতির ৩টা ইংরেজী ভয়েস ওভার থেকে বাংলা ভয়েস ওভার তৈরি	২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	'পোশাক শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকের অধিকার তরান্বিতকরণ' প্রকল্প থেকে 'সিডও' মুল নীতির ৩টা ইংরেজী ভয়েস ওভার থেকে বাংলা ভয়েস ওভার তৈরি করার জন্য ৩টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র আহবান করা হয়েছিলো। ভয়েজ ওভার তৈরীর জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা কালিন্দীকে কার্যাদেশ দেয়ার সসুপারিশ করা হয়।	কালিন্দীকে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়	বৈঠকের তারিখ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অবস্থা
৩০টি ট্যাব ক্রুড	১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/২৭ ডিসেম্বর ২০২২	নারীপক্ষ'র পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি প্রকল্পের জন্য ৩০টি ট্যাব ক্রয়ের জন্য ৫টি প্রতিষ্ঠানে দরপত্র আহবান করা হয়েছিল। দরপত্রে সাড়া দিয়ে ৩টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দিয়েছে। ক্রয় বিক্রয় কমিটি দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা স্টারটেক থেকে স্যামসাং ট্যাব কেনার সুপারিশ করেন।	স্টারটেক থেকে স্যামসাং ট্যাব কেনা কেনা হয়েছে।
১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও একটি হার্ড ডিস্ক ক্রয়	১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/২৭ ডিসেম্বর ২০২২	নারীপক্ষ'র সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও কর্মজাল প্রসার কর্মসূরি থেকে আজাদ হোসেন ডকুমেন্টশন ও তথ্য প্রযুক্তি কর্মকর্তার জন্য জন্য ১টি ডেস্কটপ ও একটি হার্ড ডিস্ক ক্রয়ের দরপত্র আহবান করা হয়েছিল। দরপত্রে সাড়া দিয়ে ৪টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দিয়েছে। উল্লেখ্য আজাদ হোসেন ডকুমেন্টশন ও তথ্য প্রযুক্তি কর্মকর্তা'র জন্য কম্পিউটার ও হার্ড ডিস্ক কেনা হবে, যেখানে সমস্ত জুম রেকর্ড, ডিজিটাল ফোল্ডার ও অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। ক্রয় বিক্রয় কমিটি স্মার্ট টেকনোলজি বিডি থেকে ক্রয় করার সুপারিশ করেন।	ক্রয় বিক্রয় কমিটি'র সুপারিশ অনুযায়ী স্মার্ট টেকনোলজি বিডি থেকে ১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও একটি হার্ড ডিস্ক ক্রয় করা হয়েছে।
ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়	৩০ নভেম্বর ২০২২	নারীপক্ষ'র পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি প্রকল্পের জন্য ৩টি ল্যাপটপ ও ১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ৫টি প্রতিষ্ঠানে দরপত্র আহবান করা হয়েছিল। দরপত্রে সাড়া দিয়ে ৪টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দিয়েছে। তুলনামূলক প্রতিবেদন ও কোটেশনগুলো ক্রয় বিক্রয় কমিটিকে পাঠানো হয়েছি। স্মার্ট টেকনোলজি বিডি থেকে কেনার জন্য কমিটির সকলে সুপারিশ করেন। সে অনুযায়ী কেনা হয়েছে।	স্মার্ট টেকনোলজি বিডি থেকে ৩টি ল্যাপটপ ও ১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার কেনা হয়েছে।
পথ নাটক প্রদর্শন	৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/২০ নভেম্বর ২০২২	নারীপক্ষ'র পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি প্রকল্পের আওতায় কমব্রত এলাকায় (সাভার, গাজীপুর সদর ও কালিয়াকৈর) ২৫ নভেম্বর "নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস" উপলক্ষ্যে পক্ষকাল ব্যাপী পথ নাটক প্রদর্শন এর জন্য দরপত্র আহবানে সারা দিয়ে ৩টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দিয়েছেন। পথিকৃৎ এর সাথে পূর্বে কাজের অভিজ্ঞা ও সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে ক্রয় বিক্রয় কমিটি সকলে পথিকৃৎকে দিয়ে পথনাটক করার জন্য সুপারিশ করেন।	পথ নাটক পথিকৃৎ কে করানো হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়	বৈঠকের তারিখ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অবস্থা
আসবাবপত্র ও ইলেকট্রিক সামগ্রী এবং শরনার্থী শিবিরে অস্থায়ী অফিস নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল ও নির্মান সামগ্রী ক্রয়	৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/২০ নভেম্বর ২০২২	নারীপক্ষ'র 'নারী ও তরুনদের মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ' প্রকল্পের অধীনে শরনার্থী শিবিরে অস্থায়ী অফিসে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও ইলেকট্রিক সামগ্রী এবং শরনার্থী শিবিরে অস্থায়ী অফিস নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল ও নির্মান সামগ্রী ক্রয়ের ক্রয় বিক্রয় কমিটির সকলে ক-নির্মাণ সামগ্রী সাইফুল এন্টারপ্রাইজক খ-নির্মাণ কাজ হাকিম গ-আসবাবপত্র আরএফএল বেস্ট বাই ঘ- ফ্যান আরএফএল থেকে কেনার জন্য সুপারিশ করেন।	ক-নির্মাণ সামগ্রী সাইফুল এন্টারপ্রাইজ থেকে কেনা হয়েছে খ-নির্মাণ কাজ হাকিম দিয়ে করা হয়েছে গ-আসবাবপত্র আরএফএল বেস্ট বাই থেকে কেনা হয়েছে ঘ- ফ্যান আরএফএল কেনা হয়েছে।
চেয়ার ক্রয়	৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/২০ নভেম্বর ২০২২	নারীপক্ষ কার্যালয়ের সভাকক্ষ ও কর্মীদের চেয়ার কেনার জন্য দপত্রের বিড সামারী ও চেয়ারের ছবি সংযুক্ত করা পাঠানো হয়েছিল। মডার্ণ ফরেন ফার্নিচার থেকে কেনার সুপারি করা হয়।	পরবর্তিতে কেনা হয়নি, কারণ কর্মীদের কি ধরনের চেয়ার কেনা হবে তা যাচাই বাছাই করার সিদ্ধান্ত হয়।
লিফলেট মুদ্রণ	১৬ কার্তিক ১৪২৯/১ নভেম্বর ২০২২	নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবসের লিফলেট মুদ্রণ করার জন্য দারপত্র আহাবান করা হয়। আহবানে সারা দিয়ে ৩টি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান দরপত্র প্রদান করেন। ১ নভেম্বর ২০২২ ই-মেইলে বিড সামারী ক্রয় বিক্রয় কমিটিকে পাঠানো হয়। সর্বনিম্ন দরদাতা উজ্জ্বল প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রন করার জন্য সুপারিশ করেন।	উজ্জ্বল প্রিন্টিং প্রেস থেকে ২৩ হাজার লিফলেন মুদ্রণ করা হয়েছে।

১১। ১৩ মে ২০২৩, নারীপক্ষ'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন:

গত ৩০ বৈশাখ ১৪৩০/ ১৩ মে ২০২৩ শনিবার নারীপক্ষ'র ৪০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ঘরোয়া ভাবে উদযাপন করা হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় মুক্ত অনুষ্ঠান, মুক্ত আড্ডা, মুক্ত গান ও নাচ শেষে রাতের খাবার খেয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

১২। 'নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা' ২০২২-২০২৩

'নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা' ২০২২

নারী আন্দোলন ও মানবাধিকার কর্মী, নারীপক্ষ'র প্রয়াত সদস্য নাসরীন হক এর জন্মতিথী উপলক্ষ্যে নারীপক্ষ'র আয়োজনে আন্তর্জালে "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) এবং নারীর সমতার অধিকারের জন্য লড়াই" শীর্ষক 'নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের বক্তা ছিলেন মালয়েশিয়ার শান্তি দায়রিয়াম, প্রতিষ্ঠাতা ইন্টারন্যাশনাল উইমেনস রাইটস একশন ওয়াচ এশিয়া প্যাসিফিক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মাহীন সুলতান। নাসরীন হক সম্পর্কে বলেন রেহানা সামদানী।

'নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা' ২০২৩

০৩ অগ্রহায়ণ/১৮ নভেম্বর নারী আন্দোলন ও মানবাধিকার কর্মী, নারীপক্ষ'র প্রয়াত সদস্য নাসরীন হক এর জন্মতিথী। এই উপলক্ষ্যে নারীপক্ষ'র আয়োজনে অদ্য বিকাল ৪ টায় আন্তর্জালে **"দক্ষিণ এশিয়ায় নারী আন্দোলন নির্মাণের প্রচেষ্ট"** শীর্ষক **'নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতা'** অনুষ্ঠিত হয়। এবারের বক্তা ছিলেন খাওয়ার মমতাজ, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য - উইমেনস একশন ফোরাম, পাকিস্তান

ও সাবেক সভাপতি, জাতীয় মহিলা কমিশন, পাকিস্তান । স্বাগত বক্তব্য রাখেন ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ফিরদৌস আজীম - নির্বাহী সদস্য ও প্রাক্তন সভানেত্রী, নারীপক্ষ ।

খাওয়ার মমতাজ বলেন, প্রতিটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান ও জাতি গঠনের উদ্যোগে নারীদের স্বাধীন কণ্ঠস্বরের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। পিছনে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে ভারতীয় উপমহাদেশে, জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের প্রথম দিকে নারীদের অন্তর্ভুক্তি আন্দোলনকে কতটা গতিশীল করেছে। ইতিহাস আমাদের বলে দেয় যে রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় নারীদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে নারীর অধিকার এবং নারীবাদী চেতনার জোরদার বক্তব্যের জন্য সমসাময়িক আন্দোলনগুলি ৮০'র দশকের পরবর্তী ঘটনা। নারীর সকল ধরণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে এই উপমহাদেশের নারী সংগঠন গুলো প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। গৃহ থেকে রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে নারীর গণতান্ত্রিক ও মানবাদিকার প্রতিষ্ঠায় নারী নেত্রিত্বের বিকাশ এবং নারী আন্দোলন আরও জোরদার করা প্রয়োজন। এই উপমহাদেশে একটি শক্তিশালী নারী আন্দোলন প্রয়োজন রয়েছে। দক্ষিন এশিয়ার ৮ টি দেশের নারী সংগঠনগুলো একসাথে মিলিত ভাবে কাজ করলে এই শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তলা সম্ভব। প্রশ্নত্তোর পর্ব ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মাহীন সুলতান - নির্বাহী সদস্য ও প্রাক্তন সভানেত্রী, নারীপক্ষ।

নাসরীন হক যে সকল অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন তা শুধুমাত্র নারী অধিকার আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন একটি সেতু রচনা করতে, যে সেতু জাতিতে-জাতিতে, ধনী-দরিদ্র, সমতল-পাহাড়ী, শহর-গ্রামীন সকল মানুষের মধ্যে তৈরী করবে গভীর মানবিক সম্পর্ক। তিনি সংগ্রাম করেছেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মৌলিক অধিকার এবং নারী মুক্তির জন্য। সব ধরণের, সব শ্রেণীর, ভাষার, ধর্মের, সম্প্রদায়ের, জাতিসত্তার, যৌনপরিচিতির সর্বোপরি সামাজিক কোন পার্থক্যই তাঁর জন্য দেয়াল তৈরি করতে পারে নাই। সকলের দিকেই তিনি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতেন।

নারীপক্ষ মনে করে, নাসরীন হক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন তাঁর স্বপ্ন এবং কর্মতৎপরতাকে ধরে রাখার একটি বিশেষ উপায়।

১৩। "সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে" শীর্ষক বছর ব্যাপী প্রজন্মান্তরে আলাপচারিতা:

নারী মুক্তির আন্দোলনের ইতিহাস ও বিভিন্ন মাত্রা নিয়ে যুবদের চিন্তা-ভাবনা জানতে ও বুঝতে নারীপক্ষ "শোন বন্ধু শোন" শিরোনামে নতুন এক বছরব্যাপী আলাপচারিতার উদ্যোগ নিয়েছে যা বিগত বছরের "সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে" প্রজন্মান্তরে আলাপচারিতারই ধারাবাহিকতা। এর মূল উদ্দেশ্য হল বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে যুব সমাজের সাথে সেতুবন্ধন করা যাতে একে অপরের আন্দোলনে, সংগ্রামে আমরা কাঁধে কাঁধ রাখতে পারি।

আলাপচারিতার তৃতীয় পর্ব গত ১২ পৌষ ১৪২৯/২৭ ডিসেম্বর ২০২২, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬ টায় "যুদ্ধসন্তান আমাদেরই সন্তান " বিষয়ক আলোচনা অন্তর্জালে অনুষ্ঠিত হয়ব এবং নারীপক্ষ'র ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে। সেঁজুতি নূরে মাকসুরাত, সদস্য, নারীপক্ষ'র সঞ্চালনায় এই আলাপচারিতায় অংশ নেয়:

* শবনম ফেরদৌসি, চলচ্চিত্র পরিচালক, জন্মসাথী
* মরিনা খাতুন, যুদ্ধসন্তান
* সুমাইয়া ইকবাল, প্রভাষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আলাপচারিতার দ্বিতীয় পর্বে আগামী ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/ ২৯ নভেম্বর ২০২২, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬.০০ টায় 'প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যৌন হয়রানি - কেন বলতে পারি না আমরা?' বিষয়ক আলাপচারিতা আন্তর্জালে অনুষ্ঠিত হয় এবং নারীপক্ষ'র ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

ওয়ারদা আশরাফ, সদস্য, নারীপক্ষ'র সঞ্চালনায় এই আলাপচারিতায় অংশ নেয়ঃ

* আকলিমা আক্তার মিলি, সেফগার্ডিং এক্সপার্ট, ব্রিটিশ কাউন্সিল
* সিফাত-ই-নূর খানম, আইনজীবী, ব্লাস্ট
* ইয়াসমিন আহমেদ উন্নয়ন কর্মী
* চিন্ময়ী গুপ্তা, থিয়েটার প্রাকটিশনার

আলাপচারিতার সপ্তম পর্বে আগামী ১৫ ফাগুন ১৪২৯/২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬ টায় "মাতৃভাষা এবং রাষ্ট্র ভাষার ভিন্ন জীবন" বিষয়ক আলাপচারিতার আয়োজন করা হয়েছে - যা আন্তর্জালে অনুষ্ঠিত হয় এবং নারীপক্ষ'র ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

গীতা দাস, সদস্য নারীপক্ষ ও লেখক এর সঞ্চালনায় এই আলাপচারিতায় অংশ নেনঃ

- অধ্যাপক মনসুর মুসা, ভাষা বিজ্ঞানী, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়
- ড. প্রশান্ত ত্রিপুরা শিক্ষক, নৃবিজ্ঞানী, লেখক এবং উন্নয়নকর্মী
- তিয়াশা চাকমা, শিক্ষক ও গবেষক।

১৪। নারীপক্ষ'র ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তরুণ নারী সম্মেলন"মোরা আকাশের মত বাধাহীন"

২৯-৩১ আষাঢ় ১৪৩০/ ১৩-১৫ জুলাই ২০২৩ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সাভারে নারীপক্ষ'র আয়োজনে ৩ দিনব্যাপী তরুণ নারী সম্মেলন হয়। এই **তরুণ নারী সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এর আলোকে নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনে তরুণ নারীদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং তরুণ নারীদের অংশগ্রহণে নারী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী ও বিস্তৃতকরণ।**

এই সম্মেলনে সারাদেশ থেকে ২০০ জন তরুণ নারীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ৩০০ জন নারী অধিকার কর্মী অংশগ্রহণ করেছেন। সম্মেলনের প্রথম দিন বিকাল ৪টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই তরুণ সম্মেলনের সূচনা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের **১ম** পর্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন নারীপক্ষ'র সভানেত্রী ড. তাসনিম আজীম। অতঃপর, সংগ্রামী নারীর জীবনের কথা অধিবেশনে নিজেদের জীবন অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন-

জমিলা খাতুন, বাংলাদেশের প্রথম নারী বয়লার অপারেটর, গণস্বাস্থ্য বেসিক কেমিক্যালস লিমিটেড, টঙ্গী। তিনি বলেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর উৎসাহ এবং সহযোগিতায় তিনি এশিয়া মহাদেশের সর্বপ্রথম লাইসেন্সধারী নারী বয়লার অপারেটর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

হাজেরা খাতুন, প্রতিষ্ঠাতা, শিশুদের জন্য আমরা বিদ্যালয়। পথশিশু হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তি, চুরি, টোকাই হওয়া দিয়ে জীবন সংগ্রাম শুরু। পরবর্তীতে যৌনকর্মী হিসেবে জীবন চালিয়ে গেছেন। **পরবর্তীতে নারীপক্ষ, কেয়ার বাংলাদেশ, কনসার্ণ এদেও সহযোগিতায় তিনি তার পেশাগত পরিবর্তন আনতে পেরেছেন। তিনি বলেন,** "নারীপক্ষ'র সাথে কাজ করেই আমি বুঝতে পেরেছি যে আমরাও মানুষ, আমাদেরও বাঁচার অধিকার আছে"। উল্লেখ্য যে, ২০১০ থেকে তিনি যৌনকর্মীদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য 'শিশুদেও জন্য আমরা বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন।

সোমা আক্তার, উদ্যোক্তা, "ফুড বক্স বাই সোমা" ও সভাপতি বেসিক ইউনিয়ন। তিনি বলেন, নারীদের পথ চলা অনেক কঠিন, প্রতিবাদ করলেই শুনতে হয় খারাপ মেয়ে, খারাপ নারী। তারপরেও প্রতিবাদ করতে হবে, নিজেকে নিজেই বাঁচাতে হবে, নিজের অধিকার নিজেকেই বুঝে নিতে হবে। তিনি গার্মেন্টস কর্মী থেকে এখন সফল নারী উদ্যোক্তা হয়েছেন এবং পাশা পাশি শ্রমিক রাজনীতিও করছেন।

অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. সামিনা লুৎফা, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্রিয়েটিভ ডাইরেক্টর, বটতলা এ পারফরমেন্স স্পেস।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন- রাশেদা কে. চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, গণস্বাক্ষরতা অভিযান ও সাবেক উপদেষ্টা তত্ত্বাবধায়ক সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

সভাপ্রধান হিসেবে নারীপক্ষ'র সভানেত্রী ড. তাসনিম আজীম আগামী ৩তিন সকলকে প্রত্যেক অধিবেশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহবান জানান।

অতিথিদের বক্তব্য শেষে "মুক্ত পাখি গানের দল" এর পরিবেশনায় বাউল সঙ্গীত উপস্থাপনের মধ্য নিয়ে ৩ দিন ব্যাপী সম্মেলনের **১ম** দিন সমাপ্ত হয়।

২৯ আষাঢ় ১৪৩০/ ১৩ জুলাই ২০২৩ সম্মেলনের ২য় দিন, সকাল ৯.০০ টায় সবাইকে নিয়ে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। আলোচনার বিষয় ছিল- নারী আন্দোলনে প্রবীণ থেকে নবীন নেতৃত্ব। অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন জাহানারা খাতুন, সদস্য, নারীপক্ষ। এই অধিবেশনে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন-

মাহবুবা মাহমুদ লীনা, সদস্য, নারীপক্ষ। তিনি তার বক্তব্যে সেই ১৯৮৩ সাল থেকে নারীপক্ষ'র সাথে তাঁর পথ চলার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, প্রতিটা সংগ্রামী নারী এক একটা প্রদীপ, প্রদীপ গুলো দূরে দূরে থেকে জ্বললে সমাজের অন্ধকার দূর করা সম্ভব নয়, এই সবগুলো প্রদীপকে একজায়গায় এনে সমাজকে আলোকিত করার লক্ষ্য নিয়েই নারীপক্ষ তাঁর যাত্রা শুরু করেছে এবং অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

স্বাতিল মাহমুদ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, স্বয়ং। তিনি বলেন, " নারীদের না বলা গল্পগুলো তুলে আনার লক্ষ্য নিয়েই স্বয়ং এর যাত্রা শুরু ২০২০ সাল থেকে। নারীপক্ষ'র 'শরীর আমার সিদ্ধান্ত আমার' আন্দোলনের সাথে মেলবন্ধন রেখে আমরাও "শরীর যার, সিদ্ধান্ত তাঁর" স্লোগান নিয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছি।

ময়ূরী আক্তার টুম্পা, প্রতিনিধি, তারুণ্যের কণ্ঠস্বর, বরিশাল। তিনি একজন তরুণ নারী নেত্রী হিসেবে নারীপক্ষ'র প্রকল্প অধিকার এখানে, এখনই প্রকল্পের মাধ্যমে বরিশাল জেলায় কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার নিয়ে কাজ করছেন।

আলোচকদের বক্তব্য শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে মুক্ত আলোচনা করা হয়।

এরপর, ১১:৩০ মিনিট থেকে ১:৩০ মিনিট পর্যন্ত ৫ টি বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। নারীপক্ষ'র অভিজ্ঞ সদস্য ও কর্মীগণ এই সকল কর্মশালা সঞ্চালনা করেন। কর্মশালার বিষয়গুলো হল-

১. সহিংসতা মুক্ত নারীর জীবন
২. নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকার
৩. নারীর অর্থনৈতিক অধিকার
৪. পরিবেশ ও নারী
৫. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

কর্মশালায় দলীয় কাজের মাধ্যমে প্রত্যেক বিষয়ে কিছু সুপারিশ উঠে আসে, এই সুপারিশ গুলো বড় দলে আলোচনার মাধ্যমে নারীপক্ষ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করবে

মধ্যাহ্ন বিরতির পর ৩:০০ টা থেকে সকলকে নিয়ে "প্রযুক্তি ও নারী" বিষয়ে মুক্ত আলোচনার অধিবেশন শুরু হয়।

ড. নাফিসা নূর, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে সাইবার হয়রানী প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় গুলো সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং সাইবার হয়রানীর স্বীকার হলে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে সেই সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেন।

আয়েশা আখতার উর্ধ্বতন এডভোকেসি কর্মকর্তা, ব্লাস্ট ও এডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট। একজন আইনজীবী হিসেবে তিনি সাইবার ক্রাইমের ক্ষেত্রে আইনগত কি কি নীতিমালা আছে এবং কিভাবে আইনী সহায়তা পাওয়া যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করেন।

সুরঞ্জনা সাহা সহকারী কমিশনার, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। তিনি তাঁর বক্তব্যে সাইবার ক্রাইম মোকাবেলায় সরকারের কি কি ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন।

আলোচকদের বক্তব্য শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে মুক্ত আলোচনা করা হয়। মুক্ত আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের ২য় দিনের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

সম্মেলনের ৩য় দিন, সকাল ৯.০০ টায় সবাইকে নিয়ে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। আলোচনার বিষয় ছিল- ৭১'এর যে নারীদের ভুলেছি এবং যুদ্ধ সন্তান। অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন নূরে মাকসুরাত সেঁজুতি, সদস্য, নারীপক্ষ।

এই অধিবেশনে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন- ড. ফিরদৌস আজীম, সদস্য, নারীপক্ষ - তিনি তাঁর বক্তব্যে বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধ সন্তানদের নিয়ে নারীপক্ষ'র উদ্যোগ সমূহ তুলে ধরেন।

গত দিনের বিষয়ভিত্তিক কর্মশালার সুপারিশমালা পর্যালোচনা এবং চুড়ান্তকরণ অধিবেশন পরিচালনা করা হয়। অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন, ফেরদৌসী আখতার ও রীনা রায়, সদস্য, নারীপক্ষ।

মধ্যাহ্ন বিরতির পর সমাপনি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন রেহানা সামদানী, সদস্য, নারীপক্ষ। অধিবেশনের শুরুতে সম্মেলনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন গীতা দাস, সদস্য, নারীপক্ষ। এরপর ৫ জন তরুণ বিষয়ভিত্তিক কর্মশালার চূড়ান্ত সুপারিশসমূহ অতিথিদের সামনে উপস্থাপন করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন- ডাঃ নায়লা জামান খান, নিউরোলজিস্ট, বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা শিশু হাসপাতাল (১৯৯২-২০১৮)।

আফরোজা সোমা, কবি, প্রাবন্ধিক ও নারীবাদী গবেষক তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমাদের সকলকে কথা বলতে হবে, নিজের কথা নিজের বয়ানে তুলে ধরার যে শক্তি তাকে পৃথিবী ভয় পায়।

ব্যারিস্টার রাশনা ঈমাম, সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ তাঁর বক্তব্যে কর্মশালার সুপারিশ গুলোর সাথে আরও কিছু সুপারিশ যুক্ত করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন- ডা: সেলিনা হায়াৎ আইভী, মাননীয় মেয়র, সিটি করপোরেশন নারায়নগঞ্জ। তিনি বলেন, নারীরা পরিবার সমাজ সকল ক্ষেত্রেই নানাবিধ বাধার সম্মখীন হয়। নিজে অধিকার আদায়ে সাহস নিয়ে কথা বলুন, যে নারীর সাহস আছে সে নারী এগিয়ে যেতে পেরেছে। নারীর এগিয়ে চলায় শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। নিজের কন্যা সন্তানকে জমি/সম্পত্তি না দিয়ে তাকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে হবে। উপস্থিত তরুন নারী নেত্রীদের উদ্দেশ্য কে তিনি বলেন, সর্বপ্রথম নিজের শক্তি সম্পর্কে জানতে হবে, বুঝতে হবে, নিজেকে পাল্লাতে পারলে সমাজকে পাল্টানো সম্ভব।

পরিশেষে সভাপ্রধান ড. ফিরদৌস আজীম, সদস্য, নারীপক্ষ সমাপনি বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কামরুন নাহার, সদস্য, নারীপক্ষ। এর মধ্য দিয়ে তরুণ নারী সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

১৫। নারীপক্ষ'র ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নারীপক্ষ'র ৪০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে **"মোরা আকাশের মতো বাধাহীন"** শিরোনামে বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল ১৯ কার্তিক ১৪৩০/৪ নভেম্বর ২০২৩, শনিবার সন্ধ্যায় বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

নারীপক্ষ'র সভানেত্রী তাসনিম আজীম এর স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর নারীপক্ষ'র জন্ম, ৪০ বছরে বিভিন্ন আন্দোলন- বিশেষকরে নারীপক্ষ'র উল্লেখযোগ্য ১০টি শ্লোগানের ইতিহাস নিয়ে তৈরিকৃত একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি দেখানো হয়। এটি তৈরি করেছেন নারীপক্ষ'র প্রচার সম্পাদক রেহানা সামদানী।

এরপর ফিলিস্তিনের জনগণের উপর নৃশংস হামলার বিরুদ্ধে সংহতি জানিয়ে নারীপক্ষ'র বক্তব্য তুলে ধরেন সদস্য শিরীন হক। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার ২০ লাখ ৩০ হাজার মানুষের উপর ইসরাইলের নৃশংস আক্রমণ এবং ফিলিস্তিনিদের মর্মান্তিক আর্তনাদের চিত্র বিশ্ব-মানবতাকে চরমভাবে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন করছে। জন্মলগ্ন থেকে ইসরাইল মাত্রাতীত বল প্রয়োগ করে ফিলিস্তিনিদের নিজ ভিটা-বাড়ি থেকে উচ্ছেদসহ তাদের ওপর নানাবিধ বিধিনিষেধ, হামলা, নির্বিচার আটক ও কারাগারে নিক্ষেপ, এমনকি গুলি করে হত্যা পর্যন্ত চালিয়ে আসছে। শিশুরাও তাদের এই হিংসাত্মক আচরণ থেকে রেহাই পায়নি। এই আচরণ জাতিগত নিধনের সামিল। ইসরাইল গাজাবাসীদের উপর যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তা মোটেই দু'টি সমকক্ষ শক্তির মধ্যকার যুদ্ধ নয়; এখানে একটি পরাশক্তি আরেকটি অসহায়, নিপীড়িত, অধিকার-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উপর ধংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য কেবল সার্বিক ধ্বংসযজ্ঞ এবং গণহত্যার মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল করা। গত ২৮ দিনে শিশুসহ ৯ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানি এবং গাজা উপত্যকার অর্ধেকের বেশি অঞ্চল পুড়ে ছাই ও কংক্রিটের ধংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই মৃত্যু ও ধ্বংসের তালিকা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে গাজাবাসীর অপরিসীম প্রত্যয় এবং সাহসের প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি। বিশ্বব্যাপী বিক্ষুব্ধ জনতার সাথে নারীপক্ষ ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করছে এবং অনতিবিলম্বে এই যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে দলীয় নাচ, দলীয় গান, নাটক, আবৃত্তি ও লাঠি খেলা পরিবেশন করা হয়। গান পরিবেশনায় ছিলো "জলতরঙ্গ" গানের দল। "ডলস" হাউস নাটকের অংশবিশেষ উপস্থাপন করেন তানভিন সুইটি ও পান্থ শাহরিয়ার এবং "সংশপ্তক" নাটকের শেষ অংশ উপস্থাপন করেন ত্রপা মজুমদার ও তার দল। কবি জাহেদা খানমের কবিতা 'নারী' থেকে পাঠ করেন ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়।

এছাড়াও নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তন, নারীর অধিকার নিশ্চিত করা ও নারীর প্রতি সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীপক্ষ'র ৪০ বছরের বিভিন্ন কর্মসূচি, আন্দোলন ও অর্জনের পটভূমি বর্ণনা করেন প্রচার সম্পাদক রেহানা সামদানী।

নারীপক্ষ'র সদস্য কামরুন নাহার এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

১৬। নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ:

প্রকল্প "ইসলামের দৃষ্টিতে মাসিক নিয়মিতকরণ: মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর ভালো চর্চা এবং অনুশীলন বিনিময়"

দাতাসংস্থার নাম : এমপ্লিফাই চেঞ্জ

প্রকল্পের মেয়াদ: ১৫ আগষ্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগষ্ট ২০২৬

"ইসলামের দৃষ্টিতে মাসিক নিয়মিতকরণ: মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর ভালো চর্চা এবং অনুশীলন বিনিময়" প্রকল্পটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলির মধ্যে গ্লোবাল সাউথ সহযোগিতা জোরদার করার উদ্দেশ্যে কাজ করছে। প্রকল্পাটর লক্ষ্য হল- নিরাপদ গর্ভপাত সেবার সফল মডেলসমূহ এবং নিরাপদ গর্ভপাতের বিরুদ্ধে যাঁরা অবস্থান নিয়েছেন তাঁদের সাথে কাজ করার উদাহরণ গুলো থেকে সকলের জন্য একটি শেখার জায়গা তৈরী করা। সেই সাথে প্রকল্পটি স্ব-স্ব দেশে অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে নিরাপদ গর্ভপাত পরিষেবাগুলিতে নারীর অভিগম্যতার অগ্রগতি নিয়ে কাজ করে থাকে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১) সমমনা প্রগতিশীল সংগঠন সনাক্তকরণ এবং তাদের সাথে জোট গঠন
২) সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা যাচাই
৩) চ্যাম্পিয়নদের চিহ্নিত করাএবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি
৪) জাতীয় পর্যায়ে দেরদরবার করার জন্যে সর্বোত্তম অনুশীলনগুলোকে সনাক্তকরণ
৫) নিরাপদ গর্ভপাতের বিরুদ্ধে যাঁরা অবস্থান নিয়েছে তাঁদের চিহ্নিত করা এবং তাঁদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে দেন দরবার করা।

প্রকল্পটির নেতৃত্ব দিচ্ছে নারীপক্ষ। প্রকল্পের আর্থিক অংশীদার এশিয়ান প্যাসিফিক রিসোর্স এবং রিসার্চ সেন্টার ফর উইমেন (ARROW)। প্রকল্পের ডাউনলাইন অংশীদাররা হলো - শিরকাত গাহ (পাকিস্তান) এবং এএমপিএফ (মরোক্ক)

১৭। প্রতিবাদ বিবৃতি:

প্রতিবেদন সময়ে মোট **১২**টি প্রতিবাদ-বিবৃতি প্রধান প্রধান দৈনিক প্রত্রিকায় পাঠানো হয়েছে। প্রতিবাদ-বিবৃতিগুলো যথারীতি নারীপক্ষ'র ওয়েবসাইট, ফেসবুক এবং সদস্যদের ই-মেইলে দেওয়া হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতিগুলো নারীপক্ষ'র সভাকক্ষের বোর্ডে দেয়া হয়। প্রেরিত প্রতিবাদ বিবৃতিগুলো নিম্নরূপ:

- ১৬ কার্তিক **১**৪৩০/**১** নভেম্বর ২০২৩ **"ফিলিস্তিনের জনগণের ওপর ইসরাইলের ক্রমবর্ধমান নৃশংস আক্রমণ, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ বিশ্ব মানবতার চরম অবমাননা"** বিষয়ে একটি প্রতিবাদ বিবৃতি দেয়া হয়েছে। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার ২০ লাখ ৩০ হাজার মানুষের উপর ইসরাইলের নৃশংস আক্রমণ এবং ফিলিস্তিনিদের মর্মান্তিক আর্তনাদের চিত্র বিশ্ব-মানবতাকে চরমভাবে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন করছে।
- **১**৯ আশ্বিন **১**৪৩০/৪ অক্টোবর ২০২৩ **'চারণকবি রাধাপদ রায় এর উপর হামলাকারীদের অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনা এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানাচ্ছে নারীপক্ষ'** এই বিষয়ে নারীপক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ বিবৃতি পাঠানো হয়েছে।
- **১১** মাস ধরে কারাগারে বন্দী শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরাকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দিন, 'ডিজিটাল নিরাপত্তা' নামক কালো আইন বাতিল করুন বিষয়ে গত ২৭ আষাঢ় **১**৪৩০/**১১** জুলাই ২০২৩ একটি প্রতিবাদ বিবৃতি দেয়া হয়েছে। খাদিজাতুল কুবরার গ্রেফতার ও কারাবাস, বার বার জামিন আবেদন বাতিল বা স্থগিত হওয়া এবং স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন শুনানী ৪ মাস পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা চরম অমানবিক এবং আইন ও নীতি বিরুদ্ধ, যা বিচারবিভাগের স্বাধীনতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করছে। নারীপক্ষ'র দাবি, এই সকল বিষয় বিবেচনা ও পর্যালোচনা করে খাদিজাতুল কুবরাকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দেয়া হোক।
- **১**৮ শ্রাবণ **১**৪৩০/২ আগস্ট ২০২৩ **খুলনায় নারী ফুটবলারদের উপর হামলা, নির্যাতন ও হুমকির ঘটনায় সকল দোষীকে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার, নিরপেক্ষ তদন্ত ও সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানাচ্ছে নারীপক্ষ উক্ত** বিষয়ে নারীপক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ বিবৃতি পাঠানো হয়েছে।
- **১**৫ শ্রাবণ **১**৪৩০/৩০ জুলাই ২০২৩ **'রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের সেফহোমে আশ্রিত বাংলাদেশী নারীদের ধর্ষণ ও নির্যাতনকারী উপসচিব মেহেদী হাসানকে অনতিবিলম্বে ফৌজদারী আইনের অধীনে বিচারের আওতায় আনা হোক'** বিষয়ে নারীপক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ বিবৃতি দেয়া হয়েছে।

- ৮ আশ্বিন ১৪৩০/২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ **'নারীবিদ্বেষী ও নারীর অগ্রযাত্রা ব্যাহতকারী বক্তব্য এবং চিন্তা-চেতনা প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ নিন'** বিষয়ে নারীপক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ বিবৃতি দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য সম্প্রতি দেশের উদীয়মান তরুণ ক্রিকেটার তানজিম হাসান সাকিব এর নারীবিদ্বেষী বক্তব্য নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। এরইমধ্যে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ফরিদ উদ্দিন আহমেদ এর একটি বক্তব্যও আমাদেরকে পুনরায় ভাবিয়ে তুলেছে।
- ১১ মাস ধরে কারাগারে বন্দী শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরাকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দিন, 'ডিজিটাল নিরাপত্তা' নামক কালো আইন বাতিল করুন বিষয়ে গত ২৭ আষাঢ় ১৪৩০/১১ জুলাই ২০২৩ একটি প্রতিবাদ বিবৃতি দেয়া হয়েছে। খাদিজাতুল কুবরার গ্রেফতার ও কারাবাস, বার বার জামিন আবেদন বাতিল বা স্থগিত হওয়া এবং স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন শুনানী ৪ মাস পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা চরম অমানবিক এবং আইন ও নীতি বিরুদ্ধ, যা বিচারবিভাগের স্বাধীনতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করছে। নারীপক্ষ'র দাবি, এই সকল বিষয় বিবেচনা ও পর্যালোচনা করে খাদিজাতুল কুবরাকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দেয়া হোক।
- বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের পুরোধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এর মৃত্যুতে নারীপক্ষ থেকে একটি ২৯ বৈশাখ ১৪২৯/১২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে, বিশেষকরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে চিকিৎসাসেবা ক্ষেত্রের এক কিংবদন্তী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের পুরোধা, নারীপক্ষ'র একজন একান্ত বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এর মৃত্যুতে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি দেয়া হয়েছে।
- নারীপক্ষ'র সদস্য রুবী গজনবী বার্ধক্যজনিত কারণে গতকাল ১৪ জানুয়ারি ২০২৩, সন্ধ্যায় ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১ মাঘ ১৪২৯/১৫ জানুয়ারি ২০২৩ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি শোকবার্তা পাঠানো হয়েছে।
- ২০ ফাল্গুন ১৪২৯/৫ মার্চ ২০২৩ "থামছে না পঞ্চগড়ে আহমাদিয়া সম্প্রদায়ের জলসাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা! পুলিশ ও প্রশাসনের চরম ব্যর্থতায় নারীপক্ষ ক্ষুব্ধ" বিষয়ে একটি বিবৃতি দেয়া হয়েছে।
- ১ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/১৬ নভেম্বর ২০২২ **"বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর মৃত্যুতে নারীপক্ষ শোকাহত"** বিষয়ে একটি শোক বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হয়। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রাক্তন বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর মৃত্যুতে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীর পক্ষ থেকে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়।
- ১৭ কার্তিক ১৪২৯/২ নভেম্বর ২০২২ "মৃত্যুদন্ড অপরাধ দমন করে না বরং "জীবনের অধিকার" খর্ব করে" বিষয়ে একটি প্রতিবাদ বিবৃতি দেয়া হয়েছে।

১৮। অভিনন্দনপত্র:

মহামান্য আদালত বাংলাদেশে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান বন্ধের নীতিমালাকে আইনের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে রায় দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করতে নীতিমালাগুলো আগামী ৬ মাসের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করতে বলেছেন।
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর পক্ষ থেকে জনস্বার্থে দায়ের করা এই রিটের পক্ষে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে জোর লড়াই করেছেন, তারই ফসল এটি। এজন্য গত ২০ কার্তিক ১৪৩০/৫ নভেম্বর ২০২৩ রাশনা ঈমাম কে (ব্যারিষ্টার-এট-ল এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট) নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীর পক্ষ থেকে একটি অভিনন্দনপত্র দেয়া হয়েছে।

১৯। শোকবার্তা ও শোক সংবাদ:

- সদস্য কামরুন নাহার এর মা যোবেদা খাতুন গত ২২ নভেম্বর ২০২৩ দুপুরে আমেরিকাতে তার ভাইয়ের বাসা মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি দির্ঘদিন শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। তার বাবা আব্দুল করিম ১০ মার্চ ২০২৩ মৃত্যু বরণ করেছেন।

- সদস্য ফরিদা ইয়াছমিন এর একমাত্র ছেলে আখন্দ মিহির ফাইয়াজ উচ্ছ্বাস গত ১৯ অক্টোবর রাতে মৃত্যু বরণ করেছেন।
- সদস্য রওশন আরা বেবীর বড় ভাই আফতাব হোসেন বাবুন গত ৯ আগস্ট ২০২৩ ব্রেইন স্ট্রোক করে মারা গেছেন। তার মা আনোয়ারা বেগম ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মারা গেছেন।
- নারীপক্ষ সদস্য ও কর্মী সৈয়দ সালমা পারভীন এর বাবা সৈয়দ রেজাউল হোসাইন গত ২ মে ২০২৩ পটুয়াখালীর নিজ বাড়িতে মৃত্যু বরণ করেছেন।
- ১১ এপ্রিল ২০২৩ ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে মারা গেছেন।
- ৭ মার্চ ২০২৩ নারীপক্ষ'র সদস্য রীতা দাশ এর মা মীরা দাশ রায় বার্ধক্যজনিত কারনে মারা গেছেন।
- ২৫ পৌষ ১৪২৯/৯ জানুয়ারি ২০২৩ পারভীন হাসান, আপনার দেবর যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী প্রকৌশলী কাজী শহিদুল হাসান ফরিদ এর মৃত্যুতে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীর পক্ষ থেকে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে একটি শোকবার্তা দেয়া হয়েছে।
- নারীপক্ষ'র সদস্য রুবী গজনবী বার্ধক্যজনিত কারণে গতকাল ১৪ জানুয়ারি ২০২৩, সন্ধ্যায় ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১ মাঘ ১৪২৯/১৫ জানুয়ারি ২০২৩ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি শোকবার্তা পাঠানো হয়েছে।
- নারীপক্ষ'র সদস্য রীনা সেনগুপ্তা এর বড়ভাই তপন সেনগুপ্ত গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রাতে মারা গেছেন।
- নাজমা বেগমের সেজ ভাই ফখরুদ্দিন আলগীম বাবু গত ২৩ আগস্ট ২০২৩ টাঙ্গাইলের নিজ বাড়িতে মৃত্যু বরণ করেছেন।
- গীতা দাস এর ছোট বোন রীতা দাস গত ২ এপ্রিল ২০২৩ মৃত্যু বরণ করেছেন।
- লিপি লিলিয়ান রোজারিও এর স্বামী সামিউল হাসান ২০ ডিসেম্বর ২০২২ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন।
- নারীপক্ষ'র সদস্য, মাকসুদা বেগম আপার স্বামী মো: জিয়াউর রহমান ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ ভোর ৪ টায় কিডনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন।
- নারীপক্ষ'র রাজশাহীর সদস্য কাজী কাঞ্চন আপা গত ১০ নভেম্বর ২০২২ সন্ধ্যায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেছেন।
- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জলবায়ু বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. সালিমুল হক এর মৃত্যুতে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীর পক্ষ থেকে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে ২০ কার্তিক ১৪৩০/৫ নভেম্বর ২০২৩ কাশানা হক/সাকিব হক/সাদাফ হক কে একটি শোকবার্তা দেয়া হয়।

  উল্লেখ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে নারীমুক্তির আন্দোলনের ইতিহাস ও বিভিন্ন মাত্রা নিয়ে নারীপক্ষ'র "সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে" শীর্ষক বছরব্যাপী প্রজন্মান্তরে আলাপচারিতার আওতায় ১১ জানুয়ারি ২০২২ অনুষ্ঠিত **"জলবায়ু সঙ্কট ও আমাদের করণীয়"** শীর্ষক আলাপচারিতার মূল আলোচক ছিলেন ড. সালিমুল হক।
- "উবিনীগ" এর ফরিদা আখতারের মা আনোয়ারা বেগম- এর মৃতুত্যে ফরিদা আখতার ও সাইদা আখতার কে গত ৯ আশ্বিন ১৪৩০/২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ নারীপক্ষ থেকে একটি শোকবার্তা দেয়া হয়েছে।
- বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, দৈনিক আজকের কাগজ পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক এবং ব্যবসায়ী কাজী শাহেদ আহমেদ এর মৃত্যুতে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীর পক্ষ থেকে তার স্ত্রী আমেনা আহমেদ কে ২১ ভাদ্র ১৪৩০/৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ একটি শোকবার্তা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য তিনিস "৭১ এর যে নারীদের ভুলেছি" কর্মসূচির মাধ্যমে বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক সহযোগিতায় ২০১১ সাল থেকে '৭১- এর বীরাঙ্গনাদের মাসিক ভাতা দিতেন।

- বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী বীর মুক্তিযোদ্ধা বুলবুল মহলানবীশ এর মৃত্যুতে তাঁর স্বামী সরিত কুমার লালা কে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীর পক্ষ থেকে গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে ২ শ্রাবণ ১৪৩০/১৭ জুলাই ২০২৩ একটি শোকবার্তা দেয়া হয়। তিনি নারীপক্ষ'র বন্ধু, সুহৃদ ও কাছের মানুষ ছিলেন।
- সাদী মোহাম্মদ এর মা জেবুন্নেসা সলিমুল্লাহ্ এর মৃত্যুতে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীর পক্ষ থেকে গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে গত ১ শ্রাবণ ১৪৩০/১৬ জুলাই ২০২৩ একটি শোকবার্তা দেয়া হয়েছে।
- শিশির মোড়ল এর বাবা সাগর মোড়ল এর মৃত্যুতে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীর পক্ষ থেকে গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে ১ শ্রাবণ ১৪৩০/১৬ জুলাই ২০২৩ একটি শোকবার্তা দেয়া হয়েছে।
- সৈয়দা নীলুফার কাদেরী এর মৃত্যুতে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীর পক্ষ থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়ে তাঁর ছেলে মাহফুজ কাদেরী কে একটি শোকবার্তা পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য তিনি দুর্বার নেটওয়ার্ক-এর পাবনা অঞ্চলের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে নারীপক্ষ'র দীর্ঘ দিনের কাজের সম্পর্ক, সখ্যতা ও বন্ধুত্ব ছিল।
- নারীর এগিয়ে চলা প্রকল্প এর ধোবাউড়া উপজেলা, ময়মনসিংহ জেলার তরুণ নারীনেতা তৃপ্তি চিরান (২৩) ১৬ জুন ২০২৩ মৃত্যুবরণ করেছেন। তৃপ্তি চিরান মৃগীরোগী ছিলেন।
- ২৮ ফাল্গুন ১৪২৯/১৩ মার্চ ২০২৩ এ্যাডভোকেট সালমা আলীর স্বামী অবসরপ্রাপ্ত মেজর সাদেক আলী এর মৃত্যুতে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীর পক্ষ থেকে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে একটি শোকবার্তা দেয়া হয়েছে।
- ১৩ ফাল্গুন ১৪২৯/২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সিগমা আপার স্বামী এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব, বর্ণিল রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এর মৃত্যুতে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীর পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে একটি শোকবার্তা দেয়া হয়।
- ৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/২০ নভেম্বর ২০২২ নাসরিন সুলতানা মিতু'র মা নুরুন্নাহার এর মৃত্যুতে নারীপক্ষ'র সকল সদস্য ও কর্মীর পক্ষ থেকে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়ে শোকবার্তা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য তিনি ২০২১ সালে নারীপক্ষ'র চিত্রকলা প্রদর্শনী 'নারীর স্বপ্ন' আয়োজনে চিত্রকলা বাছাইয়ে বিচারক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছিলেন।
- নারী অধিকার কর্মী নুরুন নাহার আহমেদ এর মৃত্যুতে নারীপক্ষ'র প্রত্যেক সদস্য ও কর্মীর পক্ষ থেকে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়ে ১০ কার্তিক ১৪২৯/২৬ অক্টোবর ২০২২ রেহ্নুমা আহ্মেদ, শহীদুল আলম ও রীনি রেজা বরাবর একটি শোকবার্তা দেয়া হয়েছে।
- ২৮ কার্তিক ১৪২৯/১৩ নভেম্বর ২০২২ দিপ্তী রানী দাস এর স্বামী মহেন্দ্র দেব এর মৃত্যুতে নারীপক্ষ এর সকল সদস্য ও কর্মীর পক্ষ থেকে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়ে একটি শোকবার্তা দেয়া হয়েছে।
- রোকেয়া আফজাল রহমান, বিশিষ্ট পল্লিগীতি শিল্পী ও মুক্তি যোদ্ধা নাদিরা বেগম, শিপ্রা বোস।

২০। সদস্য সংবাদ

- নাজমা বেগম এর মেয়ে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ৫ পেয়ে পাশ করেছে। বর্তমানে হলিক্রস কলেজে অধ্যায়নরত আছে।
- ১৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইয়াসমিন বেগমকে প্রাথমিক সদস্য পদ দেয়া হয়েছে।
- ২৮ শ্রাবণ ১৪৩০/১২ আগস্ট ২০২৩ কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী কমিটি বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইশরাত হাজান প্রাচীকে প্রাথমিক সদস্যপদ দেয়া হয়েছে।

- ওয়ার্দা আশরাফকে গত এক বছর আগে সদস্যপদ দেয়া হয়েছে কিন্তু তাকে নারীপক্ষ থেকে ঐ সময়ে কোন চিঠি দেয়া হয়েছিলনা। গত ২৯ আগস্ট ২০২৩ তাকে প্রাথমিক সদস্য পদ দেয়ার একটি চিঠি দেয়া হয়েছে।

২১। কর্মী সংবাদ

- স্বন্দীপ্তা সাদিক ‘ ইসলামিক দৃষ্টিতে নিরাপদ মাসিক নিয়মিতকরণ: মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর ভালো চর্চা ও অনুশীলন বিনিময়’ প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক পদে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ যোগদান করেছন।
- সাবরিনা মমতাজ প্রোনার্স প্রকল্পে ব্যবস্থাপক পদে ১ অক্টোবর ২০২৩ যোগদান করেন কিন্তু প্রকল্পের শেষ হওয়া তিনি চাকুরী থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন।
- সায়ারা আফরিন নারীপক্ষ’র প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে ১ অক্টোবর ২০২৩ যোগদান করেছেন।
- আফরীন জিনাত ‘নারী ও তরুণদের মানসম্মত পরিবারপরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ’ প্রকল্পে ব্যবস্থাপক পদে ১ আগস্ট ২০২৩ যোগদান করেছেন।
- প্রিয়াঙ্কা কুন্ডু **"নারী ও যুব অধিকার অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধি"** প্রকল্পে প্রকল্প কর্মকর্তা প্রকল্প কর্মকর্তা পদে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ যোগদান করেছন।
- উর্মি ভাদুরি, সহ ব্যবস্থাপক, পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যান্যতা প্রাপ্তি তিনি ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ চাকুরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।
- রেনেসা মাহমুদ, সহ ব্যবস্থাপক আইট, সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও কর্মজাল প্রসার কর্মসূচি আগস্ট ২০২৩ চাকুরির চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন।
- নিশাত ইসলাম, প্রোনার্স প্রকল্প কর্মকর্তা পদে পদে ১৭ জুন ২০২৩ যোগদান করেছেন।
- ফাবলিহা যারীন তাসনীম ‘প্রান্তিক নারীর অধিকার আন্দোলন শক্তিশালীকরণ’ প্রকল্পে প্রকল্প ব্যবস্থাপক পদে ৮ জুলাই ২০২৩ যোগদান করেছেন।
- এরনা ইদিন্দরা সেন ‘নারী ও যুবদলের অধিকার অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধি’ প্রকল্পে প্রকল্প কর্মকর্তা পদে ৮ জুলাই ২০২৩ যোগদান করেছেন।
- মনীষা মাফরুহা মনি প্রনার্স প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক পদে যোগদান করে। তিনি ৩ মাস পর চাকুরী থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন।
- মাকসুদুর রহমান ‘পোশক শিল্পে নারী শ্রমিকের ন্যায্যতা প্রাপ্তি’ প্রকল্পে কমিউনিকেশন ও ডকুমেন্টশন পদে যোগদান করেছেন।
- নাফিজা আফরোজ, ব্যবস্থাপক প্রশাসন পদে ৩ ডিসেম্বর ২০২২ যোগদান করেছেন।
- নীরা ইসলাম, প্রকল্প কর্মকর্তা তার চাকুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ায় (১ জানুয়ারি ২০২৩) তিনি চাকুরী থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন।
- তৃষ্ণা পাল, কমিউনিকেশন ও ডকুমেন্টেশ কর্মকর্তা, সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও কর্মজাল প্রসার কর্মসূচি চাকুরী থেকে ১ জানুয়ারি ২০২৩ অব্যাহতি নিয়েছেন।
- তাসলিমা আক্তার, সহ ব্যবস্থাপক, নারী ও তরুণদের মানসম্মত পরিবারপরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প তিনি ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ চাকুরী থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন।
- খাদিজা আক্তার ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ সহায়তা কর্মী হিসেবে যোগদান করেছেন।
- আজাদ হোসেন-এর বড় মেয়ে এসএস সি পাশ করেছে, হলিক্রস কলেজে ভর্তি হয়েছে।
- শাকিলা ইসলাম, প্রকল্প কর্মকর্তা প্রোনার্স প্রকল্প তিনি ১ জানুয়ারি ২০২৩ ‘ নারী ও তরুণদের মানসম্মত পরিবারপরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ’ প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয়েছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত:	সম্পাদনায় :
মোঃ আজাদ হোসেন	কে এ জাহান রুমী
ডকুমেন্টেশন ও তথ্য পযুক্তি কর্মকর্তা	সদস্য
নারীপক্ষ।	নারীপক্ষ।

অনুমোদন:

তাসনীম আজীম
সভানেত্রী
নারীপক্ষ।